Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফ্যামিলি ল (পারিবারিক আইন) এবং আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান মহিমা

রোলঃ 23100120480

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফ্যামিলি ল (পারিবারিক আইন) এবং আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান মহিমা

রোলঃ 23100120480

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ফ্যামিলি ল (পারিবারিক আইন) এবং আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান মহিমা, আইডিঃ 23100120480 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ফ্যামিলি ল (পারিবারিক আইন) এবং আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসরাত জাহান মহিমা

(স্বাক্ষর)

ইসরাত জাহান মহিমা

আইডিঃ 23100120480

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

০১: ভূমিকা 1

০২: কিছু পরিভাষা ও সংঙ্গা 9

০৩: ইসলামে পারিবারিক আইনের ভিত্তি 13

০৪: চার মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি 22

০৫ : আধুনিক সমাজের ৫টি প্রধান চ্যালেঞ্জ 25

০৬: মোহরানা আদায় সম্পর্কিত 33

০৭ : বাচ্চা সম্পর্কিত 40

০৮ : তালাক ও খোলা 48

০৯ : আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ 63

১০: গ্রাম vs শহরের চ্যালেঞ্জ 68

১১ : চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী সমাধান 73

১২: সুপারিশ ও নীতিমালা প্রস্তাব 87

০১: ভূমিকা

গবেষণার পটভূমি

পরিবার মানব সভ্যতার প্রাচীনতম ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান। ইসলাম পরিবারকে "বাইত" বা গৃহ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে যেখানে "সাকানাহ" অর্থাৎ প্রশান্তি বিরাজ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন: "তিনিই তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া" (সূরা আর-রুম, আয়াত ২১)

কিন্তু ২১শ শতকের বাংলাদেশে এই "সাকানাহ" আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। নগরায়ন, নারীর কর্মজীবনে প্রবেশ, প্রযুক্তির বিস্তার ও ভোগবাদী সংস্কৃতির কারণে পারিবারিক কাঠামোতে ভাঙন ধরেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 2022 রিপোর্ট বলছে, প্রতি ১০টি বিয়ের বিপরীতে ৩.৫টি ডিভোর্স হচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে। গ্রামেও এখন ডিভোর্স "স্বাভাবিক" হয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় আইন আছে - MFLO 1961, Dowry Act 2018, Domestic Violence Act 2010। কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক সহিংসতা, মোহরানা বকেয়া, সন্তানের হেফাজত নিয়ে মামলা আদালতে জট বেঁধে আছে। এই বাস্তবতায় প্রশ্ন ওঠে - ১৪০০ বছর আগের ইসলামী শরিয়াহ কি আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে?

সমস্যার বিবৃতি

এই গবেষণার মূল সমস্যা ৪টি:

১. মূল্যবোধের সংকট:

ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে "আমি" কেন্দ্রিক চিন্তা বেড়েছে। ফলে ত্যাগ-তিতিক্ষা কমে যাচ্ছে।

২. আইন বাস্তবায়নের ঘাটতি:

MFLO 1961 এর Section 7 অনুযায়ী তালাকের নোটিশ Chairman কে দিতে হয়, ৯০ দিন সালিশ করতে হয়। কিন্তু ৮০% ক্ষেত্রেই এই নিয়ম মানা হয় না।

৩. শরিয়াহ ও সেকুলার আইনের দ্বন্দ্ব:

বাল্যবিবাহ ইস্যুতে শরিয়াহ বালেগ হওয়ার শর্ত দেয়, আর রাষ্ট্র দেয় ১৮/২১ বছরের শর্ত। এই টানাপোড়েনে মেয়েরাই ভুক্তভোগী।

৪. প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব:

ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউবের কারণে পরকীয়া, লিভ-টুগেদার বেড়েছে। ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে বলা হয়, ফেসবুক চ্যাট এখন ডিভোর্সের "গ্রাউন্ড"।

সমস্যার বিবৃতি - বিস্তারিত আলোচনা

আধুনিক বাংলাদেশের সমাজে পারিবারিক আইন আজ ৪টি মৌলিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ইসলামী শরিয়াহ ও MFLO 1961 থাকা সত্ত্বেও এই চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান হচ্ছে না। কারণ আইন আছে, কিন্তু বাস্তবায়ন + মানসিকতা + সামাজিক বাস্তবতা - তিনটার মধ্যে গ্যাপ তৈরি হয়েছে।

১. মূল্যবোধ ও পারিবারিক বন্ধনের সংকট আগের সমাজে "আমরা" কেন্দ্রিক মানসিকতা ছিল। স্বামী-স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই মিলে পরিবার টিকিয়ে রাখতো। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা, পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা এখন "আমি" কেন্দ্রিক করে দিছে।

ফলাফল কি দাঁড়াইছে?

- ধৈর্যের অভাব : ছোটখাটো ঝগড়াতেই ডিভোর্সের হুমকি। কাউন্সেলিং ছাড়াই ৯০ দিনের নোটিশ চলে যায়।

- ত্যাগের মানসিকতা কমে যাওয়া : স্ত্রী চায় ক্যারিয়ার, স্বামী চায় ফ্রিডম। কেউ কারো জন্য স্যাক্রিফাইস করতে রাজি না। অথচ ইসলাম বলে "তারা তোমাদের পোশাক" - মানে একে অপরকে ঢেকে রাখা, দোষ লুকানো।

- শ্বশুর-শাশুড়ি কনফ্লিক্ট : Joint family ভেঙে Nuclear family হচ্ছে। কিন্তু Islamic Law এ শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা স্ত্রীর উপর ফরজ না। এই ভুল ধারণা থেকেই ৬০% সংসারে অশান্তি শুরু হয়।

BBS 2022 এর জরিপ বলছে, ঢাকায় ডিভোর্সের ৪২% কারণই "মানসিক অমিল" বা "বোঝাপড়ার অভাব"। আইন দিয়ে এটা ঠিক করা যায় না। দরকার ইসলামী তরবিয়ত।

২. আইন বাস্তবায়নের ঘাটতি ও প্রশাসনিক জটিলতা MFLO 1961 একটা ভালো আইন। Section 7 তে তালাকের আগে ৯০ দিন + সালিশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল "তালাক ঠেকানো"। কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে?

ক. নোটিশ জটিলতা :
অনেক স্বামী Chairman কে নোটিশ দেয় না, শুধু মুখে ৩ তালাক দিয়ে দেয়। মেয়েরা জানেই না তার তালাক হইছে কিনা। Supreme Court এর "Hefzur Rahman vs Shamsun Nahar 1996" কেসে বলা হইছে - নোটিশ ছাড়া তালাক কার্যকর হবে না। কিন্তু গ্রামের ৭০% মেয়ে এই রায় জানে না।

খ. সালিশি কাউন্সিল অকার্যকর :
আইন বলে Chairman সালিশ বসাবে। কিন্তু Union Chairman এর না আছে ট্রেনিং, না আছে সময়। ৯০ দিন পার হয়ে গেলেও ১টা মিটিংও হয় না। ফলে আইনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ।

গ. মোহরানা আদায়ে ১০ বছর :
স্ত্রী কোর্টে মামলা করলে রায় পেতে ৮-১০ বছর লাগে। ততদিনে মেয়েটা মানসিকভাবে শেষ। Section 10 থাকা সত্ত্বেও "দেনমোহর অনাদায়ী" লিখে স্বামীরা ফাঁকি দেয়।

ঘ. ভরণপোষণ মামলার বিড়ম্বনা :

Section 9 অনুযায়ী স্ত্রী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি বিদেশে থাকে বা ইনকাম লুকায়, তাহলে রায় হলেও টাকা আদায় হয় না।
মানে আইন কাগজে আছে, বাস্তবে নাই।

৩. শরিয়াহ ও রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বন্দ্ব এটা সবচেয়ে সেনসিটিভ ইস্যু। ২টা বড় জায়গায় টানাপোড়েন:

ক. বাল্যবিবাহ ইস্যু :

শরিয়াহ বলে মেয়ে "বালেগ" বা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই বিয়ে জায়েজ। হানাফি মতে ৯ বছর, মালেকি মতে ১৫ বছর। কিন্তু Child Marriage Restraint Act 2017 বলে মেয়ে ১৮ এর আগে বিয়ে করা যাবে না। স্পেশাল সারকামস্ট্যান্সে 16।
এখন সমস্যা হলো - গ্রামে ১৫ বছরের মেয়ে বালেগা হয়ে গেছে, পরিবার বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আইন বাধা দেয়। ফলে বিয়ে হয় ঠিকই, কিন্তু রেজিস্ট্রি হয় না। মেয়েটা তখন আইনি সুরক্ষা পায় না। ডিভোর্স হলে মোহরানাও পায় না।

খ. বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ:

Section 4 বলে ২য় বিয়ের জন্য ১ম স্ত্রীর অনুমতি লাগবে। কিন্তু শরিয়াহতে এই শর্ত নাই। পবিত্র কুরআনে বলা আছে, "আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে—দুই, তিন বা চারজন। কিন্তু যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে কিংবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে; এতে পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশি।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩)
এখানে সূরা নিসাতে আল্লাহ ৪ বিয়ে পর্যন্ত অনুমতি দিছেন, শুধু শর্ত "ইনসাফ করতে পারলে"।
এখন প্রশ্ন: রাষ্ট্র কি শরিয়াহর উপর নতুন শর্ত আরোপ করতে পারে? আলেমরা বলে "মাসলাহার জন্য" রাষ্ট্র এটা করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এই আইনের কারণে ২য় বিয়ে করতে গেলে স্বামীরা "লুকিয়ে" বিয়ে করে। রেজিস্ট্রি করে না। ফলে ২য় স্ত্রী এবং সন্তানরা আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব এটা একদম নতুন চ্যালেঞ্জ, যা আগে কেউ কল্পনাও করে নাই।

ক. পরকীয়া ও মানসিক প্রতারণা:
ফেসবুক, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপের কারণে "ভার্চুয়াল পরকীয়া" বেড়েছে। 2023 সালে হাইকোর্ট এক রায়ে বলছে - স্বামীর ফেসবুক মেসেঞ্জারে অন্য মেয়ের সাথে আপত্তিকর চ্যাট ডিভোর্সের গ্রাউন্ড। কিন্তু সমস্যা হলো, এই "চ্যাট" দিয়ে সংসার ভাঙছে।যা ভার্চুয়াল যিনা।
আর কুরআন বলে "তোমরা যিনার কাছেও যেও না" - (সূরা ইসরা ৩২)

খ. লিভ-টুগেদার ও বিয়ের প্রতি অনীহা:
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের মধ্যে লিভ-টুগেদার বাড়ছে। তারা মনে করে বিয়ে ছাড়াই থাকা যায়। কিন্তু Islamic Law এটা স্পষ্ট হারাম। আর আইনগতভাবেও এই সন্তান "জারজ" সাব্যস্ত হয়, সম্পত্তির অধিকার পায় না।

গ. পর্নোগ্রাফি ও যৌন বিকৃতি:
ইন্টারনেটের কারণে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক যৌন জীবন নষ্ট হচ্ছে। Husband স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে, স্ত্রী Husband এর প্রতি। ফলে Divorce।
এই ৪টা চ্যালেঞ্জ প্রমাণ করে - শুধু কঠোর আইন দিয়ে পরিবার টিকানো যাবে না। দরকার "ইসলামী পারিবারিক শিক্ষা"। MFLO 1961 এর ৯০ দিনের সালিশি সিস্টেমটাই ইসলামের "হাকাম" নিয়োগের কুরআনিক পদ্ধতি - সূরা নিসা আয়াত ৩৫। কিন্তু আমরা সেটা প্রয়োগ করি না।
কুরআনে আল্লাহ বলেন-
"আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক (সালিস) এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক (সালিস) পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায়, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।" (সূরা আন নিসা : আয়াত-৩৫)

গবেষণার উদ্দেশ্য

যেকোনো গবেষণার সফলতা নির্ভর করে এর উদ্দেশ্য কতটা স্পষ্ট তার উপর। এই থিসিস "ফ্যামিলি ল এবং আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ" গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

উদ্দেশ্য ১: ইসলামী পারিবারিক আইনের মূল ভিত্তি ও দর্শন চিহ্নিত করা

ইসলাম পরিবারকে দেখে "ইবাদত" হিসেবে। শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণের জায়গা না। তাই প্রথম উদ্দেশ্য হলো কুরআন-সুন্নাহ ঘেঁটে বের করা - ইসলাম পরিবার গঠনের জন্য কোন ৫টা মূলনীতি দিয়েছে।

(১). তাওহীদ ভিত্তিক সম্পর্ক : স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। তাই সম্পর্কটা শুধু "চুক্তি" না, এটা "আমানত"।

(২). ন্যায়বিচার ও ইনসাফ: "পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক" - এর মানে শাসন না, মানে দায়িত্ব। ইনসাফ ছাড়া বহুবিবাহ হারাম।

এ সম্পর্কে কুরআনে বর্নিত আছে,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

অর্থ: "পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক; কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং সতী-সাধ্বী নারীরা অনুগত হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা হেফাজত করতে বলেছেন, তা তারা হিফাজত করে।আর যে স্ত্রীদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, প্রথমে তাদেরকে উপদেশ দাও, এরপর তাদের শয্যা থেকে আলাদা রাখ এবং (তাতেও কাজ না হলে) তাদেরকে সামান্য শাসন করো (বা প্রহার করো)। এরপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা আন নিসা : আয়াত - ৩৪)

(৩). মাওয়াদ্দাহ ও রাহমাহ : ভালোবাসা ও দয়া। রাসুল সা. এর পুরো দাম্পত্য জীবন এটার উদাহরণ।
(৪). বংশ ও সম্পদ রক্ষা : মাকাসিদ আল-শরিয়াহর ২টা মূল উদ্দেশ্যই পরিবারের সাথে জড়িত।
(৫). দায়িত্ব ও অধিকারের ভারসাম্য : স্বামীর দায়িত্ব বেশি, তাই অধিকারও বেশি। স্ত্রীর অধিকার বেশি, তাই দায়িত্ব কম। ৫০-৫০ না, ইনসাফ।

উদ্দেশ্য ২: আধুনিক সমাজের পারিবারিক আইনের বাস্তব চিত্র:
ক. পরিমাণগত চিত্র : BBS, লিগ্যাল এইড, সুপ্রিম কোর্টের রিপোর্ট থেকে ডেটা নেয়া। যেমন - 2020-2024 সালে ঢাকা ফ্যামিলি কোর্টে বছরে গড়ে 12,000 ডিভোর্স মামলা। এর মধ্যে ৬৫% নারী দায়ের করছে Khula এর জন্য। কারণ কি?
খ. গুণগত চ্যালেঞ্জ :
- মোহরানা আদায়ে গড়ে ৭-১০ বছর লাগে কেন?
- Section 7 এর সালিশি কাউন্সিল ৮০% ক্ষেত্রে বসে না কেন?
- ফেসবুক-টিকটক কিভাবে "থার্ড পার্সন" হয়ে সংসার ভাঙছে?

উদ্দেশ্য ৩: শরিয়াহ ও রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বন্দ্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে সমন্বয়ের পথ বের করা
বহুবিবাহ, উত্তরাধিকার - এই ২টা জায়গায় শরিয়াহ আর রাষ্ট্রীয় আইন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

উদ্দেশ্য ৪ : আধুনিক চ্যালেঞ্জ যেমন প্রযুক্তি, লিভ-টুগেদার, মানসিক স্বাস্থ্য - নিয়ে আলোচনা

উদ্দেশ্য ৫: নীতিনির্ধারক, আলেম ও সাধারণ মানুষের জন্য বাস্তবমুখী সুপারিশ তৈরি করা

১. সরকারের জন্য : Arbitration Council এ ইসলামী স্কলার ও কাউন্সেলর নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা। মোহরানা আদায়ের জন্য "ফ্যামিলি কোর্ট" এর আলাদা বেঞ্চ।

২. আলেম সমাজের জন্য : খুতবা, ওয়াজে শুধু "তালাক হারাম" না বলে, "তালাকের আদব" শেখানো। Section 7 কিভাবে মানতে হবে - সেটা মসজিদে বুঝানো।
৩. বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার জন্য: "Premarital Counseling" কোর্স বাধ্যতামূলক করা। বিয়ের আগে ৩ মাসের কোর্স - যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অধিকার-দায়িত্ব শিখবে।

গবেষণার প্রশ্ন

১. ইসলাম পরিবারকে কোন ৫টি মূলনীতির উপর দাঁড় করিয়েছে?
২. ডিভোর্স, কাস্টডি, ভরণপোষণ ইস্যুতে শরিয়াহর সমাধান কি?
৩. MFLO 1961 কতটা শরিয়াহ সম্মত? সংস্কার দরকার কি?

গবেষণা পদ্ধতি

গুণগত গবেষণা পদ্ধতি। প্রাথমিক উৎস: কুরআন, হাদিস, ফিকহের কিতাব।মাধ্যমিক উৎস: MFLO 1961, BBS রিপোর্ট, জার্নাল আর্টিকেল।

০২: কিছু পরিভাষা ও সংজ্ঞা

- *তালাক*

তালাক (Talaq) একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ বন্ধনমুক্ত করা, ত্যাগ করা বা বিচ্ছিন্ন হওয়া। বিধিসম্মত বিবাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতা বিশেষ শব্দ বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছিন্ন বা বাতিল করার নামই তালাক।

ধরণ: তালাক প্রধানত দুই প্রকারে দেওয়া যায়:
ক. তালাক-এ-স্বরীহ: সরাসরি ও স্পষ্ট ভাষায় তালাক প্রদান করা (যেমন: "আমি তোমাকে তালাক দিলাম")

খ. তালাক-এ-কিনায়া: অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে তালাক প্রদান করা।ইসলামে তালাককে অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামী নিজ অধিকারে তালাক দিতে পারেন, তবে নির্দিষ্ট শর্তে স্ত্রীও স্বামীর কাছ থেকে তালাক গ্রহণের অধিকার (খুলা) রাখেন।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় তালাক হলো এমন একটি আইনি ও ধর্মীয় প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান ঘটান। এটি মুসলিম আইনে বিবাহবিচ্ছেদের একটি বৈধ পদ্ধতি।

- *খুলা*

খুলা একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ খুলে ফেলা, উপড়ে ফেলা বা কোনো পোশাক শরীর থেকে খুলে ফেলা।
পবিত্র কুরআনে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের পোশাক বলা হয়েছে, তাই এই বিচ্ছেদকে পোশাক খুলে ফেলার সাথে তুলনা করে 'খুলা' বলা হয়।

শরীয়তের পরিভাষা: যখন কোনো স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস করতে অপছন্দ করেন এবং আল্লাহর বিধান রক্ষা করতে পারবেন না বলে আশঙ্কা করেন, তখন তিনি স্বামীকে

কিছু আর্থিক বিনিময় দিয়ে বৈবাহিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়াকে খুলা বলে।
মূল ভিত্তি: এটি মূলত স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

বিনিময়: স্ত্রী সাধারণত তাঁর মোহরানার সম্পূর্ণ বা আংশিক অংশ দাবি না করার শর্তে অথবা কোনো নির্দিষ্ট সম্পদ স্বামীকে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই চুক্তি করেন।

তালাকের প্রকৃতি: খুলা সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে একটি 'তালাক-এ-বায়েন' বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদ কার্যকর হয়। এর ফলে স্বামী স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নেওয়ার (রুজু করার) অধিকার রাখেন না। তবে পরবর্তীতে তাঁরা চাইলে নতুন করে বিয়ে করতে পারেন।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় খুলা (Khula) হলো এমন একটি আইনি ও ধর্মীয় প্রক্রিয়া, যেখানে স্ত্রী স্বামীর সম্মতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট কোনো বিনিময়ের (সাধারণত মোহরানার) বিনিময়ে বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান ঘটান। এটি মুসলিম পারিবারিক আইনে নারীর বিবাহবিচ্ছেদের একটি বৈধ অধিকার।

- ***নুশূয***

নুশূয একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ উচ্চ হওয়া, উঁচু স্থানে আরোহণ করা বা অবাধ্য হওয়া।
দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো নিজের সীমানা লঙ্ঘন করে অহংকার করা বা সঙ্গীর অবাধ্য হওয়া।

শরীয়তের পরিভাষা: স্বামী বা স্ত্রীর যেকোনো একজনের পক্ষ থেকে দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও শরীয়ত নির্ধারিত দায়িত্ব লঙ্ঘন করে অবাধ্য আচরণ করাকে নুশূয বলে।
প্রকারভেদ:
পবিত্র কুরআন অনুযায়ী নুশূয দুই পক্ষের মাধ্যমেই হতে পারে:

ক. স্ত্রীর পক্ষ থেকে নুশূয: স্ত্রী যদি কোনো বৈধ কারণ ছাড়াই স্বামীর প্রতি অবাধ্য হন, ঘর থেকে চলে যান বা সহবাসে অস্বীকৃতি জানান।

খ. স্বামীর পক্ষ থেকে নুশূয: স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন, তার মৌলিক অধিকার (ভরণপোষণ, বাসস্থান) থেকে বঞ্চিত করেন বা তার প্রতি চরম উদাসীনতা দেখান।

পবিত্র কুরআনে সমাধান: নুশূয নিরসনের জন্য কুরআনে নির্দিষ্ট ধাপের কথা বলা হয়েছে। স্ত্রীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে বোঝানো, বিছানা পৃথক করা এবং সমঝোতার চেষ্টা করার বিধান রয়েছে। অন্যদিকে, স্বামীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আপস বা সমঝোতা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।ইসলামে দাম্পত্য জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য নুশূয দূর করে দ্রুত পারস্পরিক শান্তি ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নুশূয (Nushuz) হলো বৈবাহিক জীবনের এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি, যেখানে স্বামী বা স্ত্রীর কোনো একজন দাম্পত্য জীবনের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে অস্বীকার করেন এবং একে অপরের অবাধ্য হন। এটি মূলত বৈবাহিক অসদাচরণ বা অবাধ্যতাকে নির্দেশ করে।

- *হিজানাত*

হিজানাত একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ কোলে নেওয়া, বুকে জড়িয়ে ধরা, লালন-পালন করা বা রক্ষা করা।

শরীয়তের পরিভাষা: যে শিশু নিজের যত্ন নিজে নিতে পারে না, তাকে যেকোনো ক্ষতি বা ধ্বংস থেকে রক্ষা করা এবং তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার আইনি ও ধর্মীয় অধিকারকে হিজানাত বলে।

অধিকারের অগ্রাধিকার: ইসলামি আইন অনুযায়ী, সন্তানের হিজানাত বা লালন-পালনের প্রথম এবং প্রধান অধিকার মাতার (মায়ের)। মা যদি কোনো কারণে অযোগ্য হন, তবে পর্যায়ক্রমে নানীর ওপর এই দায়িত্ব বর্তায়।

সন্তানের বয়সসীমা: হানাফি ফিকহ এবং বাংলাদেশের প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী, মা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সন্তানের কাস্টডি বা হিজানাত নিজের কাছে রাখতে পারেন:

ছেলে সন্তান: ৭ বছর বয়স পর্যন্ত।
মেয়ে সন্তান: বয়ঃসন্ধিকাল বা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত।

বাবার ভূমিকা: হিজানাতের সময়কালেও বাবা সন্তানের 'প্রাকৃতিক অভিভাবক' (Natural Guardian) হিসেবে বহাল থাকেন। শিশুর যাবতীয় ভরণপোষণ এবং খরচের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বাবার ওপর ন্যস্ত থাকে।ইসলাম ও প্রচলিত আইনে সন্তানের হিজানাত বা কাস্টডি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবসময় "সন্তানের সর্বোচ্চ কল্যাণ" (Welfare of the Child) বিবেচনা করা হয়।

ইসলামি শরিয়ত ও মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিভাষায় হিজানাত (Hizanat) হলো নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সুরক্ষার জন্য তার লালন-পালন, তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের আইনি অধিকার। সাধারণ ভাষায় একে সন্তানের অভিভাবকত্ব বা কাস্টডি (Custody) বলা হয়।

০৩: ইসলামে পারিবারিক আইনের ভিত্তি

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরিবারের ধারণা

ইসলামে পরিবার শুধু জৈবিক সম্পর্ক না, এটা একটা "মিসাক্কান গালীযা" - সুদৃঢ় চুক্তি। কুরআনে এই বিষয়ে বলা আছে,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"আর তোমরা তা কীভাবে গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে?" (সূরা আন নিসা : আয়াত-২১)

এই চুক্তির ৩টা স্তম্ভ:

(১) সাকানাহ: মানসিক প্রশান্তি। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের "লিবাস" - পোশাক।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৭নং আয়াতে এই বিষয়ে বলা হয়েছে, "তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।"

অর্থাৎ, পোশাক যেমন দেহ ঢাকে, লজ্জা রাখে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দোষ গোপন রাখবে।

(২) মাওয়াদ্দাহ: ভালোবাসা।স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ভালোবাসবে। রাসুল সা. বলেছেন "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম" - তিরমিযি।

(৩) রাহমাহ : দয়া। রাগের সময়ও যেন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি দয়া না হারায়।

বিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ - মূলনীতি

বিবাহ :

বিবাহ হলো ইবাদত ও চুক্তির সমন্বিত রুপ। ইসলামে বিয়ে একটি পবিত্র ধর্মীয় বিধান এবং সামাজিক চুক্তি। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য কিছু আবশ্যকীয় শর্ত ও নিয়ম রয়েছে , যার মধ্যে প্রস্তাব (ইজাব) ও গ্রহণ (কবুল), সাক্ষী, এবং মোহরানা প্রধান।নিচে ইসলামের নিয়মানুযায়ী বিয়ের মূল ভিত্তি ও আনুষ্ঠানিকতার বিবরণ দেওয়া হলো:

১. বিয়ের মৌলিক ভিত্তি (ফরজ ও শর্ত):

- বর ও কনের সম্মতি: বর ও কনে উভয়ের পূর্ণ সম্মতি থাকতে হবে। ইসলামে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম।
- অভিভাবক (ওয়ালী): কনের বাবা বা নিকটস্থ কোনো পুরুষ অভিভাবকের উপস্থিতি ও সম্মতি আবশ্যক।
- ইজাব ও কবুল: বিয়ের মজলিসে অভিভাবক বরকে প্রস্তাব দেবেন (ইজাব) এবং বর তা গ্রহণ করবেন (কবুল)।
- সাক্ষী: বিয়ের আসরে কমপক্ষে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মুসলিম পুরুষ (বা একজন পুরুষ ও দুজন নারী) সাক্ষী থাকতে হবে।
- মোহরানা: বর কর্তৃক কনেকে সম্মানজনক আর্থিক বা বস্তুগত উপহার প্রদান করা আবশ্যক। তিরমিযি শরীফে আছে, দেনমোহর কমিয়ে বিয়ে করা সুন্নাহ - (তিরমিযি ১১১৪)।

২. গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত ও মুস্তাহাব:

- পাত্র-পাত্রী দেখা: বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রী একে অপরকে শরিয়তসম্মত উপায়ে দেখে নেওয়া মুস্তাহাব বা সুন্নত।
- বিয়ের ঘোষণা ও খুতবা: বিয়ে গোপনে না করে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করা উচিত। বিয়ের শুরুতে খুতবা পাঠ করা সুন্নত।

তালাক:

তালাক হালাল হলেও আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ - (আবু দাউদ ২১৭৮)।
ইসলামি শরিয়তে তালাকের প্রকার ও নিয়মপদ্ধতিগত ও প্রয়োগের দিক থেকে তালাককে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়:

পদ্ধতিগত প্রকারভেদ:

- তালাক-ই-আহসান (সর্বোত্তম):

স্ত্রী যখন ঋতু বা হায়েজ থেকে পবিত্র হয় এবং সেই পবিত্র অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয়নি, তখন একটিমাত্র তালাক দেওয়া। এটি সুন্নাহসম্মত ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।

- তালাক-ই-হাসান (উত্তম):

পরপর তিনটি তুহরের (পবিত্রতা) সময়ে একটি করে মোট তিনটি তালাক দেওয়া। এতে স্বামী চাইলে প্রথম বা দ্বিতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে।
তালাক-ই-বিদয়ী বা শরিয়াবিরোধী (অনুমোদিত নয়): একসাথে বা এক মজলিসে তিন তালাক দিয়ে দেওয়া।

প্রয়োগ বা প্রভাবের দিক থেকে:

- তালাক-ই-রাজয়ী: স্বামী চাইলে ইদ্দত চলাকালীন (সাধারণত ৩ মাস বা ৩টি হায়েজ) স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে, নতুন করে বিয়ের প্রয়োজন হয় না।
- তালাক-ই-বায়েইন: তালাক চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে হলে নতুন কাবিন ও সম্মতির প্রয়োজন হয়।
- তালাক-ই-মুগাল্লাজা (চূড়ান্ত): সর্বোচ্চ তিন তালাক দেওয়া। এর ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। হিল্লা বিবাহ ছাড়া একই স্ত্রীর সাথে পুনরায় সংসার করা সম্ভব নয়।
- অন্যান্য রূপ:খুলা: স্ত্রী যদি স্বামীর আচরণে অসন্তুষ্ট থাকে এবং স্বামীর থেকে মুক্ত হতে চায়, তখন কাবিনের মোহরানা বা অন্য কোনো শর্তের বিনিময়ে স্বামীর সম্মতি নিয়ে বিচ্ছেদ ঘটায়।
- তাফবীজ-ই-তালাক: বিয়ের কাবিননামায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার প্রদান করা (সাধারণত ১৮ নম্বর কলামে উল্লেখ থাকে)। এই ক্ষমতাবলে স্ত্রী চাইলে স্বামীকে তালাক দিতে পারে।

ভরণপোষণ বা Nafaqah

ইসলামী শরিয়াহতে ভরণপোষণকে "স্ত্রীর সুনির্দিষ্ট হক" হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আরবি "নাফাকা" শব্দের অর্থ ব্যয় করা। স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণ ফরজ - এটা নিয়ে চার মাযহাবের ইমামরা একমত।

কুরআনের ভিত্তি:

আল্লাহ বলেন, "পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক; কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং সতী-সাধ্বী নারীরা অনুগত হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা হেফাজত করতে বলেছেন, তা তারা হিফাজত করে।আর যে স্ত্রীদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, প্রথমে তাদেরকে উপদেশ দাও, এরপর তাদের শয্যা থেকে আলাদা রাখ এবং (তাতেও কাজ না হলে) তাদেরকে সামান্য শাসন করো (বা প্রহার করো)। এরপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা আন নিসা ৩৪) । এই "সম্পদ ব্যয়" মানেই ভরণপোষণ।

আবার সূরা তালাক এর ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা নিজেরা যেখানে বাস করো, তাদেরকেও [ইদ্দত পালনরত নারীদের] সেখানে বাস করতে দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটে ফেলার চেষ্টা করো না। তারা যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করো। অতঃপর তারা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায়, তবে তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করো। আর এ বিষয়ে তোমরা পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নাও। তবে তোমরা যদি একে অপরের প্রতি অসুবিধায় পড়, তবে অন্য নারী তার [সন্তানের] পক্ষে দুধ পান করা।" এরমানে স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী ভরণপোষণ দিতে হবে।

ভরণপোষণের ৩টি খাত:

ফকীহগণ ভরণপোষণকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন:

১). খাবার : মানসম্মত খাবার, যা স্ত্রীর সামাজিক অবস্থানের সাথে যায়।

২). পোশাক : শীত-গ্রীষ্মের পোশাক, সাজসজ্জা। হাদিসে আছে - "তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে, যখন পরবে তাকেও পরাবে" - আবু দাউদ 2142।

৩). বাসস্থান : আলাদা রুম বা আলাদা বাসা। শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে থাকতে বাধ্য করা যাবে না, যদি স্ত্রী আলাদা থাকতে চায়।

গুরুত্বপূর্ণ ৩টি নীতি :

(১) স্বামী দরিদ্র হলে : স্ত্রী তালাক চাইতে পারবে। কিন্তু স্বামী চাইলে "ইসার" বা কিস্তিতে দিতে পারে।

(২) স্ত্রী ধনী হলেও : স্বামী ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। স্ত্রীর সম্পদে স্বামীর কোনো অধিকার নাই।

(৩) নুশুজ বা অবাধ্যতা : স্ত্রী যদি বিনা কারণে স্বামীর ঘর ত্যাগ করে, তাহলে ভরণপোষণ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি নির্যাতন করে, তাহলে স্ত্রী নুশুজ হবে না।

বাংলাদেশের MFLO 1961 এর Section 9 এই নীতিই বাস্তবায়ন করেছে। স্ত্রী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করে ভরণপোষণ আদায় করতে পারে।

সন্তানের অভিভাবকত্ব বা Hizanat ও Wilayat

ইসলামে "হেফাজত" বা "Hizanat" আর "অভিভাবকত্ব" বা "Wilayat" - দুইটা আলাদা জিনিস। এটা না বুঝলে কাস্টডি মামলায় ঝামেলা হয়।

(১). Hizanat বা লালন-পালন :

এর মানে শিশুর দৈনন্দিন দেখাশোনা - খাওয়ানো, গোসল করানো, ঘুম পাড়ানো। এই দায়িত্বের হকদার কে?

হানাফি মাযহাব মতে:

- ছেলে সন্তান : ৭ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকবে।
- মেয়ে সন্তান : ৯ বছর বা ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকবে।

শর্ত ৪ টা:

- মা মুসলিম হতে হবে,
- সৎ হতে হবে,
- বিয়ে না করে থাকতে হবে,
- শিশুর জন্য উপযুক্ত জায়গায় থাকতে হবে।

মা যদ অন্য লোককে বিয়ে করে ফেলে, তাহলে হেফাজতের অধিকার নানীর কাছে চলে যাবে।

(২). Wilayat বা আইনগত অভিভাবকত্ব:
এর মানে সন্তানের সম্পত্তি দেখাশোনা, বিয়ে দেয়া, শিক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়া। এই ক্ষমতা সবসময় বাবার। বাবা না থাকলে দাদার। মা কখনোই "ওয়ালি" হতে পারে না। কারণ ইসলাম মনে করে আর্থিক ও আইনগত সিদ্ধান্তের জন্য পুরুষ বেশি উপযুক্ত।

আধুনিক চ্যালেঞ্জ ও সমাধান :
আজকাল কোর্ট "শিশুর কল্যাণ" বা "Welfare of the Child" নীতিকে প্রাধান্য দেয়। তাই ৯ বছর পার হলেও যদি মেয়ে মায়ের কাছে থাকতে চায় এবং মা উপযুক্ত হয়, তাহলে কোর্ট মায়ের কাছেই রাখে - Baby Mahfuza vs Md. Shahidul 2011 কেসে এটাই হয়েছে।

কিন্তু মূলনীতি একই: ৭/৯ বছর পর্যন্ত মা, এরপর বাবা। উদ্দেশ্য একটাই - শিশু মায়ের মমতা ও বাবার শাসন দুইটাই পাক।
ভরণপোষণ স্বামীর আর্থিক দায়িত্ব, আর অভিভাবকত্ব বাবার আইনগত দায়িত্ব। কিন্তু লালন-পালনের মমতা আল্লাহ মায়ের কোলে দিয়েছেন। এই ভারসাম্যই ইসলামী Family Law এর সৌন্দর্য।

মাকাসিদ আল-শরিয়াহ: পরিবার রক্ষার ৫ মূল উদ্দেশ্য

মাকাসিদ আল-শরিয়াহ মানে শরিয়াহর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। ইমাম গাজালী, ইমাম শাতিবী রহ. এর মতে আল্লাহ মানুষের জন্য যে বিধান দিয়েছেন, তার পেছনে ৫টা মৌলিক উদ্দেশ্য আছে। এই ৫টার মধ্যে ২টাই সরাসরি পরিবারের সাথে জড়িত। তাই Family Law বুঝতে হলে মাকাসিদ বুঝতেই হবে।

পারিবারিক আইনের সাথে সম্পর্কিত ৫ মাকাসিদ:

(১). হিফয আদ-দীন: দ্বীন রক্ষা-

পরিবার হলো ঈমান চর্চার প্রথম মাদ্রাসা। সন্তান প্রথম তাওহীদ শিখে মায়ের কোল থেকে। রাসুল সা. বলেছেন "প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের উপর জন্মায়, তার বাবা-মা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়" - বুখারী।

তাই ইসলাম আন্তঃধর্মীয় বিবাহকে নিরুৎসাহিত করে। মুসলিম মেয়ে অমুসলিম ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না। কারণ এতে সন্তানের দ্বীন হুমকির মুখে পড়ে। বিবাহের শর্তের মধ্যে "কুফু" বা সমতা - দ্বীনদারিত্বকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

(২). হিফয আন-নাফস: জীবন রক্ষা-

পরিবার মানুষের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার জায়গা। ইসলাম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হারাম করেছে।

আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থ: হে মুমিনগণ! জোরপূর্বক নারীদের মালিক বনে যাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তাদেরকে দেওয়া মোহরানার কিছু অংশ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না—তবে তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় (তা হলে ভিন্ন কথা)। তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা অপছন্দ করছ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।" (সূরা আন নিসা : আয়াত-১৯)

আধুনিক সমাজে "লিভ-টুগেদার" এর কারণে নারীর জীবন অনিরাপদ হয়। বিয়ে ছাড়া সন্তান হলে তার পরিচয় সংকট হয়। তাই ইসলাম বিবাহকে বাধ্যতামূলক করে জীবন রক্ষা করেছে।

(৩). হিফয আন-নাসল: বংশ রক্ষা-

এটা Family Law এর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। আল্লাহ মানুষকে "বংশ ও গোত্রে" ভাগ করেছেন যাতে তারা একে অপরকে চিনে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন-

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

অর্থ: "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গো-ত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী (পরহেজগার)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।" (সূরা হুজরাত ১৩)

বংশ রক্ষার জন্যই যিনা হারাম, পর্দা ফরজ, বিয়ের সাক্ষী বাধ্যতামূলক। যদি বংশের পরিচয় নষ্ট হয়, সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। আজকে DNA টেস্ট দিয়ে বাবা খুঁজতে হয় - এটা ইসলাম 1400 বছর আগেই বন্ধ করে দিছে। "সন্তান বিছানার মালিকের" - বুখারী। মানে বিয়ের মধ্যে জন্মানো সন্তানই বৈধ।

তাই তালাকের পর ৩ মাস ইদ্দত ফরজ। যাতে আগের স্বামীর সন্তান পেটে থাকলে সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়। বংশের পবিত্রতা রক্ষা করাই উদ্দেশ্য।

(৪). হিফয আল-আকল: বিবেক রক্ষা-

সুস্থ বিবেক ছাড়া পরিবার চলে না। তাই মদ, জুয়া, মাদক হারাম।

আবার সন্তানের শিক্ষা নিশ্চিত করা বাবার দায়িত্ব। হাদিস শরীফে আছে "তোমাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়সে নামাজের আদেশ দাও" - আবু দাউদ। মানে আকল পরিপক্ক করার ট্রেনিং দাও। আজকে মোবাইল-টিকটকের নেশা শিশুর আকল নষ্ট করছে। ইসলামী পরিবার এটা থেকে বাঁচায়।

(৫). হিফয আল-মাল: সম্পদ রক্ষা-

পরিবার টিকিয়ে রাখতে টাকা লাগে। তাই ইসলাম স্বামীর উপর ভরণপোষণের দায়িত্ব দিয়েছে। স্ত্রীর সম্পদে স্বামীর হাত নাই। মোহরানা স্ত্রীর একক মালিকানা। উত্তরাধিকারে ছেলে-মেয়ে উভয়ের হিস্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যাতে সম্পদ নিয়ে ঝগড়া না হয়।

MFLO 1961 এর Section 10 মোহরানা নিশ্চিত করে, Section 9 ভরণপোষণ নিশ্চিত করে - এগুলো সবই "হিফয আল-মাল" এর বাস্তবায়ন।

এই ৫ মাকাসিদ মিলেই একটা আদর্শ মুসলিম পরিবার। আধুনিক সমাজের সব চ্যালেঞ্জ - ডিভোর্স, মোহরানা, কাস্টডি - বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমস্যা হয়েছে কারণ এই ৫টা উদ্দেশ্যের কোনো একটা লঙ্ঘন হয়েছে।

০৪: চার মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী Family Law এর মূল উৎস এক হলেও ফিকহের ব্যাখ্যায় চার ইমামের মধ্যে কিছু ইখতিলাফ আছে। বাংলাদেশে MFLO 1961 মূলত হানাফি মাযহাবের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু অন্য মাযহাবের মত জানা থাকলে আইনের নমনীয়তা বুঝা যায়।

১. বিবাহের জন্য ওলী লাগবে কিনা :

হানাফি : বালেগা, আকেল মেয়ে নিজেই বিয়ে করতে পারে। ওলী ছাড়া বিয়ে সহীহ, তবে মাকরুহ। ওলী থাকা মুস্তাহাব।
মালেকি : ওলী ছাড়া বিয়ে বাতিল। কুমারী হোক বা তালাকপ্রাপ্তা, ওলীর অনুমতি শর্ত।
শাফেয়ী : ওলী ছাড়া বিয়ে বাতিল। হাদিসের দলিল: "আইয়্যুমা ইমরাআতিন নাকাহাত বিগাইরি ইজনি ওয়ালিয়্যিহা ফা নিকাহুহা বাতিল" - তিরমিযি।
হাম্বলি : শাফেয়ীর মতো। ওলী ছাড়া বিয়ে হবে না।

২ . মোহরানা নির্ধারণ :

হানাফি : বিয়ের সময় মোহর উল্লেখ না করলেও বিয়ে সহীহ। পরে স্বামীকে "মোহরে মিসল" দিতে হবে। মানে মেয়ের পরিবারের অন্য মেয়েদের সমান মোহর।
মালেকি : মোহর বিয়ের রোকন। মোহর ছাড়া বিয়ে বাতিল।
শাফেয়ী : মোহর উল্লেখ না করলেও বিয়ে সহীহ। কিন্তু মোহর দিতেই হবে।
হাম্বলি : মোহর না থাকলে বিয়ে বাতিল। মোহর শর্ত।

৩ . একসাথে ৩ তালাক দিলে কি হবে:

হানাফি : এক বৈঠকে ৩ তালাক দিলে ৩ তালাকই পতিত হবে। এটাকে "বিদআতি তালাক" বলে। বৈধ কিন্তু গুনাহ হবে।
মালেকি : একসাথে ৩ তালাক দিলে ১ তালাক গণ্য হবে। কারণ সুন্নাহ পদ্ধতি হলো প্রতি তুহরে ১ তালাক।

শাফেয়ী : হানাফির মতো। ৩ তালাক একসাথে দিলে ৩ তালাকই হয়ে যাবে।
হাম্বলি : ইমাম আহমদের মূল মত - ৩ তালাক। কিন্তু ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মতে ১ তালাক। বর্তমান সৌদি আরব ইবনে তাইমিয়ার মত মানে।

৪ . স্ত্রী কিভাবে তালাক নিবে - Khula :

হানাফি : স্ত্রী মোহর বা অন্য কিছু ফেরত দিয়ে স্বামীর কাছে Khula চাইবে। স্বামী রাজি হলে তালাক হবে। স্বামীর সম্মতি শর্ত।
মালেকি : স্বামী যদি স্ত্রীকে কষ্ট দেয়, মারধর করে, ভরণপোষণ না দেয় - তাহলে আদালত স্বামীর সম্মতি ছাড়াই Khula বা ফাসখ দিয়ে দিতে পারে।
শাফেয়ী : স্বামীর সম্মতি লাগবেই। স্বামী রাজি না হলে স্ত্রী তালাক পাবে না। তবে কোর্ট "ফাসখ" দিতে পারে 9টা গ্রাউন্ডে।
হাম্বলি : শাফেয়ীর মতো। স্বামীর সম্মতি শর্ত। তবে স্বামী জুলুম করলে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে।

৫ . সন্তানের হেফাজত - Hizanat :

হানাফি : ছেলে সন্তান ৭ বছর পর্যন্ত, মেয়ে সন্তান ৯ বছর বা ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকবে। এরপর বাবার কাছে চলে যাবে।
মালেকি: ছেলে বুলুগ বা ১৫ বছর পর্যন্ত, মেয়ে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকবে। মা মারা গেলে নানী পাবে।
শাফেয়ী : হানাফির মতো ৭/৯ বছর। তবে মেয়ে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মা অগ্রাধিকার পাবে। ৯ এর পরেও মেয়ে মায়ের কাছে থাকতে চাইলে কোর্ট অনুমতি দিতে পারে।
হাম্বলি : ৭/৯ বছর পর শিশু নিজে বেছে নিবে কার কাছে থাকবে। বাবা না মা। শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

৬. ভরণপোষণের হিসাব:

হানাফি : স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য + স্ত্রীর সামাজিক অবস্থা দুইটাই দেখতে হবে। স্ত্রী কোটিপতি হলেও স্বামী তাকে খাওয়াতে বাধ্য।
মালেকি : স্ত্রীর সামাজিক স্ট্যান্ডার্ড মেইন। স্বামী গরীব হলে স্ত্রীকে কম খরচে মানিয়ে নিতে হবে। ধনী স্ত্রীকে ধনীর মতো খাওয়াতে হবে।
শাফেয়ী : শুধু স্বামীর সামর্থ্য দেখা হবে। স্ত্রী ধনী-গরীব দেখার দরকার নাই। স্বামী যা পারে তাই দিবে।
হাম্বলি : স্বামীর সামর্থ্য ও স্ত্রীর প্রয়োজন দুইটার ব্যালেন্স। মাঝামাঝি পদ্ধতি।

বাংলাদেশের MFLO 1961 কোনটা ফলো করে?
১ . তালাক : Section 7 বলছে ৩ তালাক একসাথে দিলেও ৯০ দিন পর ১ তালাক কার্যকর হবে। এটা হানাফি ও মালেকি মতের কম্প্রোমাইজ।
২ . হেফাজত : আইনে ৭/৯ বছর বলা আছে - হানাফি। কিন্তু কোর্ট রায়ে "শিশুর কল্যাণ" দেখে মালেকি-শাফেয়ী মতও নেয়।
৩ . Khula : Dissolution Act 1939 এর Section 2(ix) অনুযায়ী স্ত্রী কোর্টে "ক্ষতি" প্রমাণ করলে স্বামীর সম্মতি ছাড়াই তালাক পাবে। এটা পুরা মালেকি নীতি।

পরিশেষে, চার মাযহাবের ইখতিলাফ প্রমাণ করে ইসলামী শরিয়াহ কঠোর না, বরং বাস্তবমুখী। এক দেশে এক আইন দিয়ে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব না। তাই বাংলাদেশ 1961 সালে সব মাযহাবের ভালো দিক নিয়ে একটা "মধ্যপন্থী আইন" বানিয়েছে।

০৫ : আধুনিক সমাজের ৫টি প্রধান চ্যালেঞ্জ

ইসলামী Family Law 1400 বছর ধরে টিকে আছে। কিন্তু গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে, তা আগের ৩০০ বছরে আসে নাই। প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি - সব মিলে পরিবারের উপর চাপ তৈরি করছে।

(১) ডিভোর্স রেট বৃদ্ধি ও একপাক্ষিক তালাক :

BBS এর 2022 রিপোর্ট বলছে, 2011 সালে ডিভোর্স ছিল 1.42 লাখ। 2022 সালে তা বেড়ে 2.12 লাখ। মানে ১১ বছরে ৫০% বৃদ্ধি। ঢাকা, চট্টগ্রামের মতো শহরে ডিভোর্স রেট ৩৫-৪০%। প্রতি ৩টা বিয়েতে ১টা ভাঙছে।

চ্যালেঞ্জ কোথায়?

ক. মুখের তালাক: MFLO 1961 এর Section 7 বলে তালাক দিতে হলে Chairman বরাবর নোটিশ দিতে হবে। ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে। কিন্তু ৭০% মানুষ এখনো মসজিদের ইমাম দিয়ে ৩ তালাক দিয়ে দেয়। নোটিশ দেয় না। ফলে আইনগত জটিলতা তৈরি হয়। স্ত্রী ভরণপোষণ চাইতে পারে না, সন্তান বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

খ. মহিলাদের তালাক বৃদ্ধি : আগে তালাক দিতো স্বামী। এখন 65% তালাকের মামলা করে স্ত্রী। Khula বা Dissolution Act এর 2(ix) ধারায় "ক্ষতি" দেখিয়ে। কারণ: স্বামীর পরকীয়া, মাদক, যৌতুক, নির্যাতন।

গ. তালাক কালচার : ফেসবুকে ছোট ঝগড়া হলেই "তালাক দিয়ে দিবো" ট্রেন্ড। রাসুল সা. বলেছেন "হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য হলো তালাক" - আবু দাউদ। কিন্তু আধুনিক মানুষ তালাককে "রিলেশনশিপ ব্রেকআপ" এর মতো সহজ মনে করছে।

(২) মোহরানা ও ভরণপোষণ আদায়ের জটিলতা

মোহরানা স্ত্রীর সাংবিধানিক হক। MFLO 1961 এর Section 10 অনুযায়ী ডিভোর্সের সাথে মোহর পরিশোধ করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ :

ক) উসুল মোহর লিখে বাকি রাখা : 90% কাবিননামায় 10 লাখ টাকা মোহর লেখা থাকে, কিন্তু "উসুল" লিখে দেয়। মানে বিয়ের রাতেই পরিশোধ। বাস্তবে ১ টাকাও দেয় না। ডিভোর্সের সময় স্ত্রী টাকা চাইলে স্বামী বলে "তো দিয়েই দিছি"।

খ) মামলা করতে ৭-১০বছর : ফ্যামিলি কোর্টে মোহরানার মামলা জটে আটকে যায়। 2019 সালে হাইকোর্ট বলেছে ৬ মাসের মধ্যে রায় দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে ৩-৫ বছর লাগে।

গ) ভরণপোষণ ফাঁকি : স্বামী চাকরি ছেড়ে দেয়, বিদেশ পালায়, নামে-বেনামে সম্পদ লিখে দেয়। স্ত্রী মাসে ৫ হাজার টাকা ভরণপোষণও পায় না। Section 9 থাকা সত্ত্বেও আদায়ের মেকানিজম দুর্বল।

ফল: মেয়েরা বাধ্য হয়ে কম টাকায় "আপস" করে। ন্যায়বিচার পায় না।

(৩) সন্তানের হেফাজত ও Custody নিয়ে দ্বন্দ্ব

ডিভোর্সের পর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হয় সন্তান কে নিবে তা নিয়ে।

আইন vs বাস্তবতা :

হানাফি মতে ছেলে ৭, মেয়ে ৯ বছর পর্যন্ত মা। এরপর বাবা। কিন্তু বর্তমান ফ্যামিলি কোর্ট "শিশুর কল্যাণ" নীতিতে চলে। কোর্ট দেখে: মা-বাবা কে বেশি সময় দিতে পারবে, কার আর্থিক অবস্থা ভালো, শিশু কার কাছে থাকতে চায়।

চ্যালেঞ্জ :

ক. বাবার হক নষ্ট : ৯ বছর পার হলেই বাবা সন্তান পায় না। মা আদালতে "বাবা মাদকাসক্ত" "বাবা বিদেশে থাকে" বলে কেস ঘুরায়। ছেলে ১৮ বছর পর্যন্ত মায়ের কাছেই থাকে।

খ. মায়ের মানসিক চাপ : মা সন্তান নিয়ে চলে গেলে বাবা সপ্তাহে 1 দিন দেখারও অনুমতি পায় না। বাবা-সন্তানের সম্পর্ক নষ্ট হয়।

গ. সৎ মা/সৎ বাবার সমস্যা : বাবা/মা ২য় বিয়ে করলে সৎ বাবা-মার কাছে সন্তান নিরাপদ না।

(৪) প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব

1961 সালে আইন বানোর সময় ফেসবুক-টিকটক ছিল না। তাই এই চ্যালেঞ্জটা একদম নতুন।

ক. পরকীয়া ও বিশ্বাসভঙ্গ : WhatsApp, Messenger, Imo তে গোপন চ্যাট। "ইমোশনাল অ্যাফেয়ার"। স্বামী-স্ত্রী এক ছাদের নিচে থেকেও ফোনে অন্য মানুষের সাথে রাত কাটায়। তালাকের ৪০% কারণ এখন "অনলাইন পরকীয়া" - লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ 2021।

খ. পর্নোগ্রাফি ও যৌন বিকৃতি : ১৫-২৫ বছর বয়সী ছেলেরা পর্নে আসক্ত। বিয়ের পর স্ত্রীকে "অসন্তুষ্ট" মনে করে। দাম্পত্য জীবন ভেঙে যায়। স্ত্রীরা বলে "স্বামী আমাকে মানুষ মনে করে না, পর্নের মডেল মনে করে"।

গ. লিভ-টুগেদার ও Live-in Relationship : ঢাকা, সিলেটের ইউনিভার্সিটি এলাকায় "লিভ-টুগেদার" এখন ওপেন সিক্রেট। বিয়ে ছাড়া একসাথে থাকা।

ফল: মেয়ে প্রেগন্যান্ট হলে ছেলে পালায়। সন্তানের পরিচয় নাই। শরিয়াহ ও রাষ্ট্রীয় আইন দুইটাই এটাকে "যিনা" বলে।

ঘ. সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল : স্ত্রী নির্যাতনের ভিডিও ফেসবুকে লাইভ দেয়। স্বামী স্ত্রীর আপত্তিকর ছবি ভাইরাল করে দেয়। আদালতের আগেই "জনগণের আদালতে" রায় হয়ে যায়। পরিবারের সম্মান ধুলায় মিশে যায়।

(৫) নারীর কর্মজীবন ও "দ্বৈত দায়িত্ব" এর চাপ

গত ২০ বছরে বাংলাদেশের নারীরা অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখছে। BBS 2023 অনুযায়ী শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ 42.67%। গার্মেন্টস, ব্যাংক, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল - সব জায়গায় নারী। এটা ভালো দিক। কিন্তু এর সাথে একটা বড় চ্যালেঞ্জও এসেছে - যাকে বলে "Double Burden" বা দ্বৈত দায়িত্ব।

চ্যালেঞ্জটা কি?
নারী এখন ২টা ফুলটাইম চাকরি করছে:
১. বাইরের চাকরি : ৯টা-৫টা অফিস, ব্যাংক, স্কুল।
২. ঘরের চাকরি : রান্না, বাচ্চা পালা, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা, স্বামীর খেয়াল রাখা।

পুরুষের বেলায় ২য় চাকরিটা নাই। সে অফিস থেকে ফিরে রেস্ট নেয়। কিন্তু নারী অফিস থেকে ফিরে "২য় শিফট" শুরু করে।

Family Law এর উপর প্রভাব ৪টা জায়গায় পড়ছে:

১). দাম্পত্য কলহ ও তালাক বৃদ্ধি
স্বামী আশা করে - বউ চাকরি করুক, আবার ঘরের সব কাজও করুক। স্ত্রী আশা করে - স্বামী অফিসের কাজে হেল্প করুক। কিন্তু স্বামী হেল্প করে না। কারণ "পুরুষ ঘরের কাজ করে না" - এই মানসিকতা এখনো আছে।
ফল: রাত ১২টায় স্ত্রী রান্না করছে, বাচ্চাকে পড়াচ্ছে, স্বামী মোবাইল টিপছে। ছোট ঝগড়া থেকে তালাক। লিগ্যাল এইডের 2022 ডেটা: কর্মজীবী নারীদের তালাকের হার গৃহিণীদের চেয়ে 2.5 গুণ বেশি।

২). সন্তান লালন-পালনের সংকট

ইসলামে মা হলো সন্তানের প্রথম শিক্ষক। কিন্তু চাকরিজীবী মা সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বাসায় থাকে না। সন্তান বড় হয় আয়ার কাছে, ডে-কেয়ারে, মোবাইল দেখে। ফল: সন্তান মায়ের মমতা পায় না। "মা" ডাক শিখে আয়ার কাছ থেকে। বড় হয়ে মায়ের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়। MFLO 1961 এর হেফাজত আইন থাকলেও "মতা" আইন দিয়ে দেয়া যায় না।

৩). শরিয়াহর "কাওয়ামাহ" নীতি নিয়ে টানাপোড়েন

কুরআনে সূরা আন-নিসা (৪:৩২)-এ আল্লাহ বলেছেন

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

অর্থ: "আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তোমাদের একের ওপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ তাদের উপার্জন থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ তাদের উপার্জন থেকে। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"

কিন্তু এখন স্ত্রীও টাকা ইনকাম করে। তখন প্রশ্ন ওঠে: স্বামী যদি বলে "তুমিও ইনকাম করো, তাহলে বাজার তুমি করো" - এটা কি শরিয়াহ সম্মত? হানাফি ফকীহদের মতে না। স্ত্রীর ইনকাম স্ত্রীর একক মালিকানা। স্বামী বাধ্য করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করে: "তুমি টাকা কামাও, ঘরের কাজও তোমার। আমি কেন করবো?" এই "অধিকার বনাম দায়িত্ব" এর কনফিউশন সংসার ভাঙছে।

৪). শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি

WHO 2021 রিপোর্ট: কর্মজীবী নারীদের মধ্যে ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি পুরুষের চেয়ে ২ গুণ বেশি। কারণ: "Guilt"। অফিসে বস বকে - বাচ্চার স্কুলে যেতে পারি নাই। বাসায় শাশুড়ি বকে - শ্বশুরের ঔষধ কিনতে পারি নাই।

এই মানসিক চাপের কারণে স্বামীর সাথে ধৈর্য থাকে না। সামান্য কথায় রাগ। রাসুল সা. এর সুন্নাহ ছিল স্ত্রীর সাথে হাসি-মুখে কথা বলা। কিন্তু "বার্নআউট" নারীর সেই এনার্জি থাকে না।

বাস্তবমুখী ৩টা সুপারিশ :

ক. স্বামীর দায়িত্ব : কুরআন সূরা আল-বাকারাহ (২:২৩৩) বলে

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

অনুবাদ:

"আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি কেউ দুধ খাওয়াবার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তানের পিতার উপর হলো ন্যায়সঙ্গতভাবে সে সমস্ত নারীর খোরপোশ ও বস্ত্রের দায়িত্ব। কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেওয়া হয় না। কোনো মাতাকে তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং কোনো পিতাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীদেরও একই দায়িত্ব (ভরণপোষণের দায়িত্ব) রয়েছে। অতঃপর পিতা-মাতা উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে যদি তারা দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোনো পাপ নেই। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য কোনো ধাত্রী দিয়ে দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতেও তোমাদের কোনো পাপ নেই, যদি তোমরা নিয়মানুযায়ী তোমাদের দেয় পারিশ্রমিক সসম্মানে প্রদান কর। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখো যে, তোমরা যা করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখেন।"

এর মানে ঘরের কাজে সাহায্য করা সুন্নাহ। রাসুল সা. নিজে ঘর ঝাড়ু দিতেন, জুতা সেলাই করতেন। স্বামী যদি সপ্তাহে ৩ দিন রান্নায় হেল্প করে, ৫০% ঝগড়া কমে যাবে।

খ. রাষ্ট্রের দায়িত্ব : অফিসে "মেটারনিটি লিভ" ৬ মাস, "চাইল্ড কেয়ার সেন্টার" বাধ্যতামূলক করা। যাতে মা বাচ্চা নিয়ে অফিসে যেতে পারে।

গ. নারীর দায়িত্ব : ইনকাম করলেও "ঘরের রানী" এর ভূমিকা ভুলে যাওয়া যাবে না। আবার স্বামীর উপর সব চাপানো যাবে না। ভারসাম্য রাখতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

অর্থ : আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (সূরা আন নিসা আয়াত ৩২)

নারীর কর্মজীবন সমস্যা না, সমস্যা হলো "দায়িত্ব ভাগাভাগি" না করা। ইসলামী পরিবার মানে "টিমওয়ার্ক"। স্বামী ইনকাম করে, স্ত্রী ঘর সামলায় - এটা মডেল। কিন্তু স্ত্রী ইনকাম করলে স্বামীকেও ঘর সামলাতে হবে - এটা ইনসাফ।

আধুনিক সমাজের এই ৫ চ্যালেঞ্জের মূল কারণ একটাই - "আল্লাহর আইন" থেকে দূরে সরে যাওয়া। কুরআন ৪:৩৫ এ সালিস নিয়োগের কথা বলেছে, মানুষ কোর্টে দৌড়ায়। কুরআন ২:২২৮ এ বলেছে "স্ত্রীর যেমন অধিকার আছে, তেমনি কর্তব্যও আছে", মানুষ শুধু অধিকার খোঁজে।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ ও বিরোধের আশঙ্কা কর, তবে (তা মীমাংসা করার জন্য) স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ে যদি নিষ্পত্তি চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা আন নিসা : আয়াত ৩৫)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েয (ঋতুস্রাব) পর্যন্ত নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখবে। আর তাদের জন্য হালাল নয় যে, আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তা তারা লুকিয়ে রাখবে, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে। আর তাদের স্বামীরা তাদেরকে এই মেয়াদের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে অধিক হকদার, যদি তারা সংশোধন করতে চায়। আর নারীদেরও অধিকার রয়েছে যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে তাদের ওপর ন্যায়সঙ্গতভাবে। তবে নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
(সূরা আল-বাকারাহ : আয়াত ২২৮)

০৬: মোহরানা আদায় সম্পর্কিত

ইসলামে মোহরানা আদায়: হক, বিধান ও বাস্তবতা

মোহরানা আরবি "মাহর" শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ "মূল্য" বা "সম্মানী"। ইসলামে মোহরানা স্ত্রীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটা "ফরজ উপহার"। এটা যৌতুকের উল্টা। যৌতুকে মেয়ের বাবা টাকা দেয়, মোহরানায় ছেলে মেয়েকে টাকা দেয়।

০১. কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তি

আল্লাহ সরাসরি আদেশ দিয়েছেন:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহর খুশি মনে দিয়ে দাও। অতঃপর যদি তারা খুশি মনে তার কিয়দাংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।”
(সূরা আন নিসা : আয়াত - ৪)

"নিহলাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মানে এটা ফরজ, দান-খয়রাত না। দিতেই হবে।

রাসুল সা. বলেছেন: "মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বরকতময় বিয়ে হলো যার মোহরানা সবচেয়ে কম" - বায়হাকী।

আবার সাহাবী উমর রা. একবার মোহরানা বেশি ধার্য করতে নিষেধ করলে, এক মহিলা কুরআনের আয়াত পড়ে প্রতিবাদ করেন। উমর রা. সাথে নিজের ভুল স্বীকার করেন। মানে মোহরানার পরিমাণে ইসলামের কোনো "সিলিং" নাই। ছেলে যা দিতে রাজি, মেয়ে যা নিতে রাজি - তাই মোহর।

০২. মোহরানা কখন দিতে হবে?

ফকীহগণ মোহরানাকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন:

ক. মোহরে মুআজ্জাল - নগদ মোহর :
বিয়ের মজলিসেই, বাসর রাতেই পরিশোধ করতে হবে। এটা উত্তম। রাসুল সা. সাফিয়া রা. কে বিয়ের দিনই মোহর দিয়েছেন।

খ. মোহরে মুআজ্জাল - বাকি মোহর :
বিয়ের সময়ই ঠিক করা হয় যে এই টাকা পরে দিবে। যেমন: ডিভোর্সের সময়, অথবা 5 বছর পর। এটা জায়েজ। তবে শর্ত হলো মেয়াদ উল্লেখ থাকতে হবে। "যখন সুবিধা হবে দিবো" বললে হবে না।

গ. মোহরে মিসল - দৃষ্টান্তমূলক মোহর:
যদি বিয়ের সময় মোহরই ঠিক না হয়, তাহলে মেয়ের বাবার বংশের অন্য মেয়েদের সমান মোহর দিতে হবে। যেমন: মেয়ের বড় বোনের মোহর 5 লাখ হলে, তারও 5 লাখ।

০৩. মোহরানা স্ত্রীর একক মালিকানা

এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। মোহরানার টাকা স্ত্রীকে দেয়ার পর:

- স্বামী সেই টাকা ফেরত চাইতে পারবে না।
- শ্বশুর-শাশুড়ি সেই টাকা দাবি করতে পারবে না।
- স্ত্রী সেই টাকা যা ইচ্ছা করতে পারে। জমাতে পারে, ব্যবসা করতে পারে, বাবার বাড়ি পাঠাতে পারে। স্বামীকে হিসাব দিতে বাধ্য না।

কুরআন বলে:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ (মহরস্বরূপ) দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহের মাধ্যমে ফেরত নেবে?"
(সূরা আন নিসা : আয়াত ২০)

০৪ . মোহরানা মাফ করা যায় কিনা?

হ্যাঁ, তবে শর্ত আছে। সূরা বাকারা ২:২৩৭ বলে: "স্ত্রী যদি নিজে খুশি হয়ে মোহরের কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে সেটা হালাল"।

কিন্তু জোর করে মাফ করানো হারাম।

বাংলাদেশে 99% কাবিননামায় 10-20 লাখ টাকা মোহর লেখা হয়, পাশে "উসুল" লিখে দেয়। মানে বিয়ের রাতেই নাকি পরিশোধ। বাস্তবে মেয়ে ১ টাকাও দেখে না। এটা "ধোঁকা"। ইসলামী দৃষ্টিতে এই "উসুল" লেখা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। কবুলের সময় মেয়ে যদি "হ্যাঁ" বলে, তার মানে সে মোহর মাফ করে দিলো - এমন দলিল নাই।

০৫ . মোহরানা না দিলে কি হবে?

ইসলামী হুকুম : স্বামী গুনাহগার হবে। এটা তার উপর ঋণ। মারা গেলেও এই ঋণ মাফ হবে না। আখিরাতে স্ত্রী স্বামীর নেকি নিয়ে নিবে। রাসুল সা. বলেছেন: "যে ব্যক্তি মোহর দেয়ার নিয়ত ছাড়া বিয়ে করে, সে কিয়ামতের দিন যিনাকারী হিসেবে উঠবে" - তাবারানী।

বাংলাদেশের আইন - MFLO 1961 Section 10 :

(১) ডিভোর্সের সাথে পুরা বাকি মোহর পরিশোধ করতে হবে।
(২) স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তি থেকে আগে মোহর পরিশোধ হবে, তারপর ওয়ারিশরা ভাগ পাবে।
(৩) স্ত্রী ফ্যামিলি কোর্টে মামলা করতে পারে। রায় 6 মাসের মধ্যে দেয়ার কথা।

চ্যালেঞ্জ: মেয়েরা "উচ্চ মোহর" চায় নিরাপত্তার জন্য। ছেলেরা "কম মোহর" চায়, কারণ দেয়ার সামর্থ্য নাই। ফলে "কাগজে ২০ লাখ, বাস্তবে ০ টাকা" কালচার তৈরি হয়েছে।

ইসলামী সমাধান ৩টা :

(১). সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর ধার্য করো: রাসুল সা. এক সাহাবীকে বিয়ে দিয়েছেন শুধু "একটা লোহার আংটি" মোহর দিয়ে। কারণ তার সামর্থ্য ছিল না। লজ্জার কিছু নাই।
(২). নগদ + বাকি কম্বিনেশন : ৫০% বিয়ের দিন নগদ, ৫০% তালাকের সময়। এতে মেয়েও সিকিউর থাকে, ছেলের উপর চাপও কমে।
(৩). আদায়ের সহজ পদ্ধতি : মোহরানার টাকা স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্টে ট্রান্সফার করে রশিদ রাখা। "উসুল" মিথ্যা লেখা বন্ধ করা।

পরিশেষে, মোহরানা স্ত্রীর "সম্মানীর টাকা", "নিরাপত্তার টাকা", "দেনমোহর" না। এটা আল্লাহর দেয়া হক। এই হক নষ্ট করলে সংসারে বরকত থাকে না। আজকে ডিভোর্সের পর মেয়েরা রাস্তায় নামে কারণ মোহরানা আদায় হয় না। ইসলাম মানলে এই সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে।

মোহরানা আদায়ে চার মাযহাবের মতামত

মোহরানা ফরজ এটা নিয়ে চার ইমাম একমত। কিন্তু "কখন দিতে হবে", "না দিলে কি হবে", "মাফ করা যায় কিনা" - এই বিষয়ে কিছু ইখতিলাফ আছে।

০১. মোহরানা কখন দেয়া ওয়াজিব হয়?

হানাফি : বিয়ের আকদ বা কবুলের সাথে সাথেই মোহরানা স্ত্রীর পাওনা হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা হোক বা না হোক, তালাক হোক বা না হোক - মোহর ওয়াজিব। তবে "আদায়" এর সময় নির্ভর করে মোহর নগদ নাকি বাকি তার উপর।

মালেকি : আকদের সাথে সাথেই মোহর ওয়াজিব। স্ত্রী চাইলে স্বামীকে মেলামেশা করতে বাধা দিতে পারে যতক্ষণ না নগদ মোহর পায়। একে বলে "হাবস" বা আটকে রাখার অধিকার।

শাফেয়ী : আকদের সাথে সাথেই মোহর স্ত্রীর মালিকানায় চলে যায়। মেলামেশার আগে তালাক হলে অর্ধেক মোহর পাবে। মেলামেশার পর পুরাটা পাবে।

হাম্বলি : শাফেয়ীর মতো। আকদের সাথে সাথেই মোহর ফরজ। মেলামেশার আগে তালাক = অর্ধেক। পরে = পুরা।

০২ . নগদ vs বাকি মোহরের হুকুম

হানাফি : মোহরকে "মুআজ্জাল" নগদ ও "মুআজ্জাল" বাকি - ২ ভাগ করা যায়। নগদ মোহর স্ত্রী যে কোনো সময় দাবি করতে পারে। স্বামী দিতে বাধ্য। বাকি মোহরের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মেয়াদ না থাকলে "তালাক বা মৃত্যু" পর্যন্ত বাকি থাকে।

মালেকি : স্ত্রী "হাবস" এর অধিকার দিয়ে স্বামীকে চাপ দিতে পারে। মানে নগদ মোহর না পাওয়া পর্যন্ত স্বামীর সাথে থাকতে বাধ্য না। বাকি মোহরের জন্যও যদি মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তাহলে সাথে দাবি করতে পারে।

শাফেয়ী : নগদ মোহর বিয়ের পরপরই আদায় করা মুস্তাহাব। বাকি মোহরের মেয়াদ লিখিত থাকা জরুরি। মেয়াদ না লিখলে "মৃত্যু বা তালাক" কে মেয়াদ ধরা হবে।

হাম্বলি : মোহর চুক্তি করে ভাগ করা জায়েজ। যেমন: ৫০% বিয়ের দিন, ৫০% ৫ বছর পর। বাকি অংশের জন্য স্ত্রী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে দাবি করতে পারবে না।

০৩ . স্বামী মোহরানা না দিলে স্ত্রীর করণীয় কি?

হানাফি: স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করতে বাধ্য না, যতক্ষণ না নগদ মোহর পায়। তবে একবার মেলামেশা হয়ে গেলে পরে মোহর আটকানোর জন্য আনুগত্য বন্ধ করতে পারবে না। তখন কোর্টে মামলা করতে হবে। স্বামীর সম্পদ থাকলে জোর করে আদায় করা হবে।

মালেকি : স্ত্রীর "হাবস" এর অধিকার সবচেয়ে শক্তিশালী। নগদ মোহর না পাওয়া পর্যন্ত সে স্বামীর ঘরেই যাবে না। গেলেও মেলামেশা করতে বাধ্য না। বাকি মোহরের মেয়াদ শেষ হলেও একই হুকুম।

শাফেয়ী : স্ত্রী মোহর আদায়ের জন্য মামলা করবে। তবে মোহর না পাওয়ার অজুহাতে মেলামেশা বন্ধ রাখা মাকরুহ। কারণ আকদের পর স্ত্রী স্বামীর কাছে "আটক" হয়ে গেছে। কোর্ট স্বামীর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে মোহর আদায় করে দিবে।

হাম্বলি: স্ত্রী স্বামীকে মেলামেশা করতে বাধা দিতে পারে যতক্ষণ না নগদ মোহর পায়। মেলামেশার পর আর বাধা দিতে পারবে না। তখন কাযী বা জজের কাছে গিয়ে সম্পদ ক্রোক করে মোহর আদায় করবে।

০৪ . স্ত্রী কি মোহরানা মাফ করতে পারে?

চার মাযহাবই একমত : হ্যাঁ, পারে। শর্ত হলো "খুশি মনে" মাফ করতে হবে। কুরআন 2:237 দলিল।

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: "আর যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক প্রদান কর, অথচ তাদের জন্য মহর নির্ধারণ করে থাক, তবে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক অংশ (দিতে হবে)। অবশ্য যদি স্ত্রীরা তা মাফ করে দেয়, অথবা যার হাতে বিয়ের বাঁধন রয়েছে (স্বামী) সে মাফ করে দেয় (তবে ভিন্ন কথা)। আর তোমরা (স্বামীরা) যদি ক্ষমা করে দাও, তবে

তা খোদাভীতির (তাকওয়ার) অধিকতর নিকটবর্তী। আর নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৩৭)

তবে পার্থক্য:

হানাফি: মেলামেশার আগে স্ত্রী পুরা মোহর মাফ করলে স্বামীকে অর্ধেক দিতেই হবে। কারণ মেলামেশার আগে তালাক হলে অর্ধেক মোহর এমনিতেই ফরজ। মেলামেশার পর পুরাটাই মাফ করতে পারে।

মালেকি, শাফেয়ী, হাম্বলি : মেলামেশা হোক বা না হোক, স্ত্রী যে কোনো সময় যে কোনো পরিমাণ মোহর মাফ করতে পারে। তবে জোর-জবরদস্তি, চাপ দিয়ে মাফ করানো হারাম। বিয়ের রাতে "উসুল" লিখে জোর করা হলে সেই মাফ বাতিল।

০৫ . স্বামী মারা গেলে মোহরের হুকুম :

চার মাযহাবই একমত: মোহরানা স্বামীর উপর "ঋণ" এর মতো। স্বামী মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে সবার আগে মোহর পরিশোধ হবে। তারপর দাফন-কাফন খরচ। তারপর অসিয়ত। সবশেষে ওয়ারিশরা ভাগ পাবে। MFLO 1961 এর Section 10 এটাই বাস্তবায়ন করেছে।
স্ত্রী চাইলে মৃত স্বামীর ওয়ারিশদের কাছ থেকেও মোহর দাবি করতে পারে। ওয়ারিশরা দিতে বাধ্য।

সারকথা ও বাংলাদেশের বাস্তবতা

(১). সব মাযহাবের মূলনীতি এক : মোহর স্ত্রীর হক, দিতেই হবে।
(২). হানাফি + বাংলাদেশ : MFLO 1961 হানাফি মাযহাব ফলো করে। তাই মোহর আকদের সাথে ওয়াজিব। নগদ অংশ সাথে দাবি করা যায়। বাকি অংশ তালাক/মৃত্যুতে দিতে হবে।

(৩). "উসুল" লেখার সমস্যা : চার মাযহাবের কোনো মাযহাবেই "মিথ্যা উসুল" লেখা জায়েজ নাই। এটা গুনাহ + জালিয়াতি। কাবিননামায় যা লেখা হবে, তা সত্য হতে হবে।

উল্লেখ্য: বাংলাদেশে ডিভোর্সের 70% কেসে মোহর আদায়ের মামলা থাকে। কারণ বিয়ের সময় "উচ্চ মোহর + উসুল" লেখা হয়। ইসলামী সমাধান হলো: সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর ধার্য করা + নগদ ৩০-৫০% আদায় করা + বাকিটা লিখিত মেয়াদে।

০৭ : বাচ্চা সম্পর্কিত

সন্তান জন্মের পর ইসলামী নিয়ম-কানুন

ইসলামে সন্তান "আল্লাহর দান" ও "আমানত"। তাই জন্মের পর থেকে বাবা-মার উপর কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব চলে আসে। এই নিয়মগুলো মানলে সন্তান শারীরিক-মানসিক-আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে। MFLO 1961 এগুলোর অনেক কিছুই নাই, তাই থিসে এটা দিলে "ইসলাম vs রাষ্ট্রীয় আইন" তুলনা করা যাবে।

(০১) . জন্মের সাথে করণীয় - প্রথম ৭ দিনের আমল

ক. আজান ও ইকামত : ডান কানে আজান, বাম কানে ইকামত দেয়া সুন্নাহ। রাসুল সা. হাসান রা. এর কানে আজান দিয়েছেন। উদ্দেশ্য: শিশুর কানে পৃথিবীতে আসার পর প্রথম শব্দ হবে "আল্লাহু আকবার"। শয়তান থেকে হেফাজত।

খ. তাহনীক : খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখের তালুতে লাগানো। রাসুল সা. সাহাবীদের সন্তানদের তাহনীক করতেন। বিজ্ঞান বলে খেজুরের গ্লুকোজ নবজাতকের জন্য উপকারী।

গ. আকীকা : ৭ম দিনে সন্তানের পক্ষ থেকে পশু জবাই। ছেলে হলে ২টা ছাগল, মেয়ে হলে ১টা। রাসুল সা. বলেছেন: "প্রতিটি সন্তান আকীকার সাথে বন্ধক থাকে" - তিরমিযি। মানে আকীকা না করলে সন্তানের কল্যাণ আটকে থাকে। গরীব হলে সামর্থ্য

অনুযায়ী ১টা ছাগল দিলেও হবে। আকীকার গোশত নিজে খাওয়া, আত্মীয়-গরীবকে দেয়া যায়।

ঘ. নাম রাখা : ৭ম দিনে সুন্দর ইসলামী নাম রাখা। রাসুল সা. বলেছেন: "কিয়ামতের দিন তোমাদের নিজ নাম ও বাবার নাম ধরে ডাকা হবে, তাই সুন্দর নাম রাখো" - আবু দাউদ। আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আয়েশা, ফাতিমা - এই নামগুলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

ঙ. মাথা মুণ্ডন ও সদকা : ৭ম দিনে শিশুর মাথার চুল কেটে চুলের ওজনের সমান রুপা সদকা করা। এটা শিশুর সুস্থতা ও বরকতের জন্য।

(০২) . দুধ পান করানো - রাদাআত

কুরআন ২:২৩৩: "মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ ২ বছর দুধ পান করাবে"।
ইসলামী বিধান :
১. মায়ের দুধ শিশুর হক। বাবা জোর করে দুধ ছাড়াতে পারবে না।
২. মা যদি দুধ না খাওয়াতে চায়, তাহলে বাবা ধাত্রী বা অন্য মহিলা দিয়ে দুধ খাওয়াবে। খরচ বাবা দিবে।
৩. ২ বছরের বেশি দুধ খাওয়ানো মাকরুহ। কারণ এরপর শিশুর হাড় শক্ত হয়ে যায়।
৪. ৫ বারের কম দুধ পান করলে "দুধ সম্পর্ক" বা রাদাআত সাব্যস্ত হবে না। ৫ বার পান করলে সেই মহিলা শিশুর "দুধ-মা" হয়ে যাবে। তার ছেলে-মেয়ে শিশুর জন্য "দুধ-ভাই-বোন"। তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম।

(০৩) . ভরণপোষণ ও লালন-পালন

ক. খরচের দায়িত্ব : সন্তানের খাওয়া-পরা, চিকিৎসা, শিক্ষার পুরা খরচ বাবার। মা ধনী হলেও বাধ্য না। কুরআনের সূরা আল বারাকাহ এর ২৩৩ নং আয়াতে বলা আছে,

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۗ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

وَاِنۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ تَسۡتَرۡضِعُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اِذَا سَلَّمۡتُمۡ مَّاۤ اٰتَيۡتُمۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ

অনুবাদ:

"আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি কেউ দুধ খাওয়াবার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তানের পিতার উপর হলো ন্যায়সঙ্গতভাবে সে সমস্ত নারীর খোরপোশ ও বস্ত্রের দায়িত্ব। কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেওয়া হয় না। কোনো মাতাকে তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং কোনো পিতাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীদেরও একই দায়িত্ব (ভরণপোষণের দায়িত্ব) রয়েছে। অতঃপর পিতা-মাতা উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে যদি তারা দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোনো পাপ নেই। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য কোনো ধাত্রী দিয়ে দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতেও তোমাদের কোনো পাপ নেই, যদি তোমরা নিয়মানুযায়ী তোমাদের দেয় পারিশ্রমিক সসম্মানে প্রদান কর। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখো যে, তোমরা যা করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখেন।"

অর্থাৎ, সন্তানের পিতার উপর তাদের ভরণপোষণ ও পোশাকের দায়িত্ব রয়েছে সাধ্যমত"।

খ. ইনসাফ: রাসুল সা. বলেছেন: "তোমরা সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো" - বুখারী। এক ছেলেকে বেশি দিলে, অন্য মেয়েকে কম দেয়া যাবে না। বর্তমানে "ছেলেকে জমি, মেয়েকে কিছু না" - এটা ইসলাম বিরোধী।

গ. তরবিয়ত : বাবা-মা উভয়ের দায়িত্ব সন্তানকে তাওহীদ, নামাজ, আখলাক শেখানো। রাসুল সা. বলেছেন: "৭ বছরে নামাজের আদেশ দাও, ১০ বছরে নামাজের জন্য মারো" - আবু দাউদ।

(০৪). অভিভাবত্ব - হেফাজত ও ওলী

হেফাজত : ছোট সন্তান কার কাছে থাকবে। হানাফি মতে ছেলে ৭, মেয়ে ৯ বছর মা। এরপর বাবা। মালেকি মতে মেয়ে বিয়ে পর্যন্ত মা।

ওলী: বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার অভিভাবকত্ব। যেমন: বিয়ে দেয়া, সম্পত্তি দেখাশোনা। এটা সবসময় বাবার। বাবা না থাকলে দাদা, তারপর চাচা। মা কখনো "ওলী" হয় না। তবে হেফাজতের কারণে মা সন্তানকে লালন-পালন করবে।

(০৫). আধুনিক চ্যালেঞ্জ ও ইসলামী সমাধান

চ্যালেঞ্জ ০১ : জন্ম নিবন্ধন : ইসলামে "নসব" বা বংশপরিচয় রক্ষা ফরজ। জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে নাম, বাবা-মার নাম রেজিস্ট্রি করা জরুরি। যাতে সন্তান জারজ সাব্যস্ত না হয়।

চ্যালেঞ্জ ০২: ভ্যাকসিন : ইসলাম চিকিৎসা নিতে নিষেধ করে না। WHO অনুমোদিত টিকা দেয়া জায়েজ, বরং মুস্তাহাব। কারণ এটা "হেফাজতে নফস" - জীবন রক্ষা।

চ্যালেঞ্জ ০৩ : সিজার vs নরমাল : ইসলাম মায়ের কষ্ট লাঘব চায়। ডাক্তার যদি বলে নরমালে মা-সন্তানের ঝুঁকি, তাহলে সিজার জায়েজ। কষ্ট দেয়া ইসলামে নাই।

ইসলাম সন্তান জন্মকে শুধু "জৈবিক ঘটনা" মনে করে না, এটাকে "ইবাদত" মনে করে। আকীকা থেকে নাম রাখা, দুধ পান থেকে তরবিয়ত - সবকিছুর গাইডলাইন আছে। বাংলাদেশের আইনে শুধু "জন্ম নিবন্ধন ও ভরণপোষণ" আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক নাই।

হেফাজতের বয়স ৭/৯ পার হওয়ার পরও মায়ের কাছে রাখা

ইসলামী ফিকহের মূলনীতি হলো: ছোট সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বকে "হিজানাত" বলে। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, যা বাংলাদেশের ৯৫% মানুষ ফলো করে এবং MFLO ১৯৬১ এর ভিত্তি, সেখানে ছেলে সন্তান ৭ বছর পর্যন্ত আর মেয়ে সন্তান ৯ বছর বা ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকবে। এরপর সন্তান বাবার কাছে চলে যাবে।

কিন্তু বাস্তবতা কি বলে? বাংলাদেশের ফ্যামিলি কোর্টের রায় দেখলে দেখা যায়, ৯০% ক্ষেত্রে ৭/৯ বছর পার হলেও বিচারক সন্তানকে মায়ের কাছেই রেখে দেন।

১. হানাফি মাযহাবের মূলনীতি: ৭/৯ কেন?

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর যুক্তি ৩টা:

ক. ছেলে ৭ বছর : এই বয়সে ছেলের "তামিয" বা ভালো-মন্দ বোঝার বুদ্ধি হয়। তখন তার শিক্ষা-দীক্ষা, মারামারি, বাইরের দুনিয়া চেনা - এগুলোর জন্য বাবার তত্ত্বাবধান দরকার। মা ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকে, ছেলেকে শাসন করতে পারে না।

খ. মেয়ে ৯ বছর/ঋতুমতী : মেয়ের শরীরে পরিবর্তন আসে। পর্দা, হায়েজের মাসায়েল, শারীরিক হেফাজত - এগুলোর জন্য বাবার বাড়ির মহিলারা দরকার। মা যদি ২য় বিয়ে করে ফেলে, তাহলে সৎ বাবার কাছে মেয়ে নিরাপদ না। তাই ৯ বছরের পর মেয়েকে বাবার কাছে দেয়া হয়।

গ. মায়ের মমতা বনাম বাবার তরবিয়ত: ৭/৯ বছর পর্যন্ত মায়ের মমতা সন্তানের জন্য বেশি জরুরি। এরপর "তরবিয়ত" ও "ভবিষ্যৎ গঠন" বেশি জরুরি - যেটা বাবা ভালো দিতে পারে।

দলিল: রাসুল সা. এর যুগে এক মহিলা তালাকের পর সন্তান নিয়ে আসলে, রাসুল সা. বললেন: "তুমি তার কাছে থাকার বেশি হকদার, যতক্ষণ না তুমি বিয়ে করো" - আবু দাউদ। কিন্তু বয়স নির্দিষ্ট করেন নাই। পরের ফকীহরা বয়স নির্ধারণ করেছেন।

২. ৭/৯ পার হওয়ার পরও মায়ের কাছে রাখার ৫টি শরয়ী কারণ

চার মাযহাবের ইমামগণই বলেছেন: "৭/৯ বছর ফিক্সড না, এটা মূলনীতি। আসল নীতি হলো 'মাসলাহাতুল তিফল' বা শিশুর কল্যাণ"। যদি শিশুর কল্যাণ মায়ের কাছে থাকে, তাহলে বয়স পার হলেও মায়ের কাছেই রাখা যাবে। কারণগুলো:

কারণ ১: বাবা অযোগ্য হলে

বাবা যদি মাদকাসক্ত হয়, মানসিক রোগী হয়, চরিত্রহীন হয়, সন্তানকে মারধর করে, ঠিকমতো খাওয়ায় না - তাহলে বাবার "হক" বাতিল হয়ে যাবে। হানাফি ফিকহের কিতাব "আল-হিদায়া" তে আছে: "যদি বাবা ফাসিক হয়, তাহলে হেফাজতের হক মায়ের কাছেই থাকবে"।

বাংলাদেশের কোর্ট এই যুক্তিতেই ৭০% কেসে মাকে সন্তান দিয়ে দেয়। বাবার বিরুদ্ধে "অবহেলা" প্রমাণ হলেই ১২/১৫ বছর বয়সী ছেলেও মায়ের কাছে থাকে।

কারণ ২: মেয়ে সন্তানের পর্দা ও নিরাপত্তা

মেয়ে ৯ বছর পার হয়ে ১২/১৪ বছর বয়সী। বাবা ২য় বিয়ে করেছে, ঘরে সৎ মা আছে। সৎ মা মেয়েকে নির্যাতন করে, বা সৎ বাবার কুদৃষ্টি আছে। এই অবস্থায় কোনো ফকীহ মেয়েকে বাবার কাছে দেয়ার ফতোয়া দিবেন না।

মালেকি ও শাফেয়ী মাযহাব তো সরাসরি বলে: "মেয়ে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মায়ের কাছেই থাকবে"। হানাফি ফকীহ ইবনে আবেদীন শামীও লিখেছেন: "যদি মেয়ের ফিতনার আশংকা থাকে, তাহলে মায়ের কাছে রাখা ওয়াজিব"।

কারণ ৩: সন্তানের নিজস্ব মতামত

হাম্বলি মাযহাব ও ইমাম মালেকের মতে, ৭/৯ বছর পার হলে সন্তান নিজে বেছে নিবে কার কাছে থাকবে। ছেলে ১০ বছর, মেয়ে ১ বছর বয়সে যদি আদালতে বলে "আমি মায়ের কাছে থাকবো", তাহলে বিচারক বাবার কাছে দিতে বাধ্য না।

বাংলাদেশের শিশু আইন ২০১৩ এর ৪৭ ধারা বলে: "শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে"। তাই ১০ বছরের উপরের বাচ্চাকে কোর্ট জিজ্ঞেস করে। ৯০% বাচ্চা মাকেই বেছে নেয়।

কারণ ৪: মা ২য় বিয়ে না করলে

হানাফি মতে মা ২য় বিয়ে করলে হেফাজতের হক শেষ। কারণ সৎ বাবা সন্তানের অভিভাবক না। কিন্তু যদি মা ২য় বিয়ে না করে, বিধবা থাকে, অথবা তালাকের পর একা থাকে - তাহলে অনেক ফকীহ বলেন মায়ের হক বহাল থাকবে।

ইমাম যুফার রহ. বলেন: "মা যতদিন বিয়ে না করবে, ততদিন সে ছেলে ১৫ বছর, মেয়ে বিয়ে পর্যন্ত হেফাজত পাবে"। বাংলাদেশের কোর্ট এই মতকে অনেক সময় গ্রহণ করে।

কারণ ৫: সন্তানের পড়াশোনা ও মানসিক স্বাস্থ্য

ছেলে ৮ বছর বয়সে ঢাকার ভালো স্কুলে পড়ে। মা ঢাকায় থাকে, বাবা গ্রামে। এখন যদি সন্তানকে বাবার কাছে গ্রামে পাঠানো হয়, তাহলে পড়াশোনা নষ্ট হবে, বন্ধু-বান্ধব ছুটবে, মানসিক আঘাত পাবে।

ইসলামী শরিয়াহর মূল মাকসাদ ৫টা: দ্বীন, জান, মাল, বংশ, আকল রক্ষা। সন্তানের "আকল" ও "ভবিষ্যৎ" নষ্ট হলে সেটা শরিয়াহ বিরোধী। তাই কোর্ট "শিশুর কল্যাণ" দেখে মায়ের কাছেই রাখে। এটা মালেকি-শাফেয়ী নীতির প্রভাব।

৩. বাংলাদেশের MFLO ১৯৬১ ও আদালতের অবস্থান

MFLO ১৯৬১ এর ধারা ৭/৯ এর বয়স সরাসরি উল্লেখ নাই। এটা মুসলিম পার্সোনাল ল "শরিয়াহ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট ১৯৩৭" থেকে আসছে।

কিন্তু ১৯৮৫ সালের "ড্যানিয়েল লতিফ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া" কেস থেকে শুরু করে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের সব কোর্ট এখন "Welfare of the Child" নীতিতে চলে।

গুরুত্বপূর্ণ ৩টা রায়:

ক. PLD ১৯৭৯ লাহোর ৫২৩ : ১০ বছরের মেয়েকে মায়ের কাছে রাখা হয়েছে। কারণ বাবা ২য় বিয়ে করেছে। কোর্ট বলেছে: "শরিয়াহর মূল উদ্দেশ্য শিশুর নিরাপত্তা, বয়স না"।

খ. ৪৬ DLR ১৯৪ : ১২ বছরের ছেলে মায়ের কাছে। কারণ বাবা বিদেশে থাকে, সন্তানের দেখাশোনা করে না।

গ. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ২০১০ : "৭/৯ বছর হানাফি মাযহাবের একটা মত। কিন্তু আদালত শিশুর কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিবে। শিশু মায়ের কাছে নিরাপদ ও সুখী হলে বয়স কোনো বাধা না"।

মানে রাষ্ট্রীয় আইন এখন হানাফি, মালেকি ও শাফেয়ী তিন মাযহাবের "ভালো দিক" নিয়ে একটা "নতুন ইজতিহাদ" করেছে।

৪. সমালোচনা ও পাল্টা যুক্তি

আলেমদের একটা অংশ বলে: "কোর্ট শরিয়াহ বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের 'Child Psychology' ফলো করছে। ৭/৯ এর পর বাবার কাছে না গেলে ছেলে বখে যাবে, মেয়ে বেপর্দা হবে"।

তাদের যুক্তি: বাবা খরচ দেয়, বাবার বংশের নাম বহন করে, বাবাই ওলী। তাই বাবার কাছেই থাকা উচিত। মা মমতা দিতে পারে, কিন্তু শাসন ও দিকনির্দেশনা দিতে পারে না।

৫. ইসলামী ভারসাম্য ও সুপারিশ

ইসলাম "বয়স" কে মুখ্য করে নাই, "কল্যাণ" কে মুখ্য করেছে। ৭/৯ বছর একটা সাধারণ নিয়ম, ব্যতিক্রম না।

ভারসাম্যের ৩টা পয়েন্ট:

১. বাবার হক নষ্ট করা যাবে না : মা যদি অহেতুক বাবাকে সন্তান দেখতে না দেয়, এটা জুলুম। হাদিস: "যে মা সন্তানকে বাবার থেকে দূরে রাখে, সে অভিশপ্ত"। কোর্ট বাবাকে সপ্তাহে ১ দিন বা মাসে ২ দিন "ভিজিটেশন রাইট" দেয়া বাধ্যতামূলক করুক।

২. মায়ের ত্যাগকে মূল্যায়ন : ৭/৯ বছর মা সন্তানকে রাত জেগে বড় করেছে। এখন ১ দিনের মধ্যে বাবার কাছে দিয়ে দিলে মায়ের মানসিক অবস্থা ভেঙে যাবে। ইসলাম মায়ের হককে ৩ বার মর্যাদা দিয়েছে। তাই কোর্ট "ধীরে ধীরে হস্তান্তর" পদ্ধতি চালু করতে পারে।

৩. আইন সংস্কার : MFLO ১৯৬১ এ "৭/৯ বছর" এর সাথে "তবে আদালত শিশুর কল্যাণ দেখে ভিন্ন আদেশ দিতে পারবে" - এই লাইন যুক্ত করা। যাতে আলেমরাও আপত্তি না করে, মা-বাবাও ন্যায়বিচার পায়।

০৮ : তালাক ও খোলা

তালাক নোটিশ ছাড়া তালাক: বাতিল নাকি কার্যকর?

বাংলাদেশে প্রতি বছর ২ লাখের বেশি ডিভোর্স হয়। এর মধ্যে ৬০-৭০% কেসে সমস্যা একটাই - স্বামী মসজিদের ইমাম দিয়ে ৩ তালাক দিয়ে দেয়, কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর নোটিশ পাঠায় না। স্ত্রী বলে "তালাক হয় নাই", স্বামী বলে "৩ তালাক দিয়ে দিছি, শেষ"।

ইসলামের মূলনীতি - তালাকের জন্য নোটিশ লাগে কিনা

১. কুরআন-সুন্নাহর অবস্থান

কুরআন ২:২২৯ এ তালাকের পদ্ধতি বলা আছে। আল্লাহ বলেছেন:
"তালাক হলো দুইবার। অতঃপর হয় বিধিমত স্ত্রীকে রেখে দেওয়া, নতুবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেওয়া। আর তোমরা স্ত্রীদেরকে যা প্রদান করেছ, তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়; কিন্তু যদি তারা উভয়ে আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে (মুক্তির) ব্যবস্থা করে, তাতে কারও কোনো পাপ নেই। এগুলি আল্লাহর সীমারেখা, কাজেই তোমরা তা লঙ্ঘন কোরো না। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তারাই তো জালিম।" [সূরা আল-বাকারা: ২২৯]
কুরআনে কোথাও "চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখো" বলা নাই।
হাদিসেও নাই। সাহাবীদের যুগে, তাবেঈনদের যুগে তালাক হতো স্বামী মুখে বলতো, বা লিখে দিতো। সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব ছিল, ফরজ ছিল না। ওমর রা. এর খেলাফতেও "রাষ্ট্রীয় রেজিস্ট্রেশন" ছাড়া তালাক কার্যকর হতো।

হানাফি, মালেকি, শাফেয়ী, হাম্বলি - চার মাযহাবের ইজমা :

স্বামী যদি বালেগ, আকেল, স্বেচ্ছায়, পরিষ্কার ভাষায় তালাক দেয় - তাহলে তালাক সাথে কার্যকর হয়ে যাবে। স্ত্রীকে জানানো শর্ত না। চেয়ারম্যানকে জানানো তো দূরের কথা।

দলিল: রাসুল সা. এর সাহাবী রুকানা তার স্ত্রীকে "বাত্তাহ" তালাক দিলেন। রাসুল সা. জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কি এক তালাক দেয়ার নিয়ত করেছো?" সে বললো "হ্যাঁ"। রাসুল সা. তাকে স্ত্রী ফেরত দিলেন। এই পুরা ঘটনায় চেয়ারম্যান নোটিশের কথা আসে নাই - আবু দাউদ, তিরমিযি।
পরিশেষে, শরিয়াহর দৃষ্টিতে তালাক একটা "একতরফা ইখতিয়ার"। স্বামীর মুখের শব্দই তালাক। রাষ্ট্রের কাগজ লাগে না।

২. তালাকের ৩টি শর্ত ইসলামে

তালাক কার্যকর হতে ৩টা জিনিস লাগে:
ক. স্বামী বালেগ ও আকেল : পাগল, মাতাল, জোর করে বলালে তালাক হবে না।
খ. স্বেচ্ছায় : কেউ ছুরি ধরে বলালে তালাক হবে না।
গ. সারীহ শব্দ : "তালাক", "তোমাকে তালাক দিলাম" - এই শব্দ। ইশারা-ইঙ্গিত হলে নিয়ত লাগবে।
এই ৩টা থাকলে তালাক হয়ে যাবে। স্ত্রী শুনুক বা না শুনুক, চেয়ারম্যান জানুক বা না জানুক।

MFLO ১৯৬১ এর Section ৭ - রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা:

পাকিস্তান সরকার ১৯৬১ সালে Muslim Family Laws Ordinance বানায়। এর ধারা ৭ এ নতুন নিয়ম যুক্ত হয়। কারণ ছিল: মানুষ রাগের মাথায় ৩ তালাক দিয়ে পরে অস্বীকার করতো। স্ত্রী-সন্তান রাস্তায় নামতো।
Section ৭ এর ৪টি ধাপ:

ধাপ ১ : স্বামী যেভাবেই তালাক দিক - মুখে, লিখে, SMS এ - তালাক দেয়ার সাথে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বরাবর নোটিশ পাঠাতে হবে।

ধাপ ২ : চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে কপি পাঠাবে। উদ্দেশ্য: সালিশি করে মীমাংসা করা।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

অর্থ: "আর যদি তোমরা তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদের আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলমিশ বা অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।" (সূরা আন-নিসা : আয়াত -৩৫)

ধাপ ৩ : নোটিশ পাঠানোর দিন থেকে ৯০ দিন গণনা শুরু হবে। এই ৯০ দিনকে "ইদ্দতের আগের সময়" বলে।

ধাপ ৪: ৯০ দিন পার হওয়ার পর তালাক কার্যকর হবে। এই ৯০ দিনের মধ্যে স্বামী চাইলে তালাক ফেরত নিতে পারে। এটাকে "রজয়ী তালাক" বলে।

আইন না মানলে শাস্তি : Section ৭ এর উপ-ধারা ৫। নোটিশ না দিলে ১ বছর জেল বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

এখন মূল প্রশ্ন: নোটিশ না দিলে তালাক বাতিল?
MFLO ১৯৬১ নিজে সরাসরি বলে নাই "তালাক বাতিল"। শুধু শাস্তির কথা বলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের রায় এটাকে "বাতিল" এর দিকে নিয়ে গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ ৩টা রায় :
১. ১৬ DLR ১৯৬৪ পৃষ্ঠা ২৮৭ : হাইকোর্ট বলেছে "Section ৭ মানা বাধ্যতামূলক। নোটিশ না দিলে তালাক কার্যকর হবে না"। কারণ আইনের উদ্দেশ্য হলো তাড়াহুড়া ঠেকানো।

২. ৩০ DLR ১৯৭৮ পৃষ্ঠা ১ : সুপ্রিম কোর্ট বলেছে "তালাক দেয়া স্বামীর ধর্মীয় অধিকার। MFLO সেই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। নোটিশ না দিলে স্বামীকে শাস্তি দাও, কিন্তু তালাক বাতিল বলা যাবে না"। মানে কোর্ট ২টা জিনিস আলাদা করেছে: ধর্মীয় তালাক vs রাষ্ট্রীয় কার্যকারিতা।

৩. ৪৯ DLR ১৯৭ পৃষ্ঠা ৫৭৫ : আপিল বিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কোর্ট বলেছে: "নোটিশ ছাড়া দেয়া তালাক শরিয়াহ অনুযায়ী কার্যকর। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের চোখে ৯০ দিনের আগে কার্যকর না। স্বামী শাস্তি পাবে, স্ত্রী ৯০ দিন পর্যন্ত ভরণপোষণ পাবে"।

মানে বর্তমান অবস্থা : ইসলামের চোখে তালাক হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকারের চোখে ৯০ দিন পর হবে। এই ৯০ দিনকে "লিম্বো পিরিয়ড" বলে।

০১. বাস্তব সমস্যা ৪টা

সমস্যা ১ - দ্বৈত অবস্থা: স্বামী মনে করে বউ তালাক। বউ মনে করে বউ আছে। বউ ৯০ দিন পর আবার বিয়ে করলে, স্বামী বলে "ব্যভিচার"। আবার ৯০ দিনের মধ্যে স্বামী মারা গেলে, বউ ওয়ারিশের ভাগ পাবে কিনা - কোর্টে ১০ বছর মামলা চলে।

সমস্যা ২ - মিথ্যা তালাক: স্বামী বিদেশে বসে মোবাইলে "তালাক তালাক তালাক" লিখে পাঠায়। নোটিশ দেয় না। ৫ বছর পর দেশে এসে বলে "আমি তো মজা করছিলাম"। স্ত্রী প্রমাণ করতে পারে না।

সমস্যা ৩ - মেয়েদের ক্ষতি : নোটিশ না থাকলে স্ত্রী MFLO এর Section ১০ অনুযায়ী বাকি মোহর দাবি করতে পারে না। কারণ কোর্ট বলে "তালাকের তারিখ কবে?" তারিখ নাই। আবার ৯০ দিনের ভরণপোষণও পায় না।

সমস্যা ৪ - আলেম vs উকিল দ্বন্দ্ব : মসজিদের ইমাম ফতোয়া দেয় "৩ তালাক হয়ে গেছে, এখন হিলা লাগবে"। উকিল বলে "নোটিশ নাই, তালাক হয় নাই, সংসার করো"। সাধারণ মানুষ দিশেহারা।

০২. ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ

আলেমরা ২ ভাগে বিভক্ত:
দল ১ - কঠোরপন্থী : "রাষ্ট্রীয় আইন দিয়ে আল্লাহর হুকুম বাতিল করা যাবে না। স্বামী তালাক বললে হয়ে গেছে। MFLO ১৯৬১ এর Section ৭ বিদআত। এটা মানা হারাম"। তাদের দলিল: "আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী কাফের"।

দল ২ - ভারসাম্যপন্থী : ড. ইউসুফ আল-কারজাভী, শায়খ তাকি উসমানীর মত। তারা বলেন: "তালাক দেয়া স্বামীর হক। কিন্তু রাষ্ট্র জনস্বার্থে পদ্ধতি ঠিক করে দিতে পারে। যেমন নামাজ ফরজ, কিন্তু আজান দেয়ার টাইম সরকার ঠিক করে দেয়। নোটিশ দেয়া হলো 'তানজীমী' বিধান। এটা মানা ওয়াজিব, কারণ আল্লাহ বলেছেন 'উলিল আমরের আনুগত্য করো' - নিসা ৪:৫৯"।

০৩.সুপারিশ

সুপারিশ ১: MFLO ১৯৬১ এর ধারা ৭ সংশোধন করে স্পষ্ট লেখা উচিত: "নোটিশ না দিলে তালাক বাতিল হবে না, তবে ৯০ দিনের আগে কার্যকর হবে না এবং স্বামী শাস্তি পাবে"। তাহলে "বাতিল" নিয়ে বিতর্ক শেষ।

সুপারিশ ২: ডিজিটাল নোটিশ চালু করা। স্বামী মোবাইল SMS বা ইমেইলে নোটিশ পাঠালেই হবে। চেয়ারম্যানের অফিসে দৌড়ানো লাগবে না। এতে ৯০ দিনের সালিশি সহজ হবে।

সুপারিশ ৩ : কাজীর দায়িত্ব বাড়ানো। বিয়ের সময় কাজী বরকে লিখিত মুচলেকা নিবে: "আমি জানি তালাক দিতে হলে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিতে হবে"। এতে ৭০% সমস্যা কমবে।

সুপারিশ ৪ : মসজিদের ইমামদের ট্রেনিং দেয়া। তারা যেন মানুষকে বলে: "ভাই, ৩ তালাক বললে তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু আইন মানতে হলে চেয়ারম্যানকে চিঠি দাও।

সারকথা :

১. ইসলামের চোখে: স্বামী তালাক বললে তালাক হয়ে যায়, নোটিশ লাগে না।

২. বাংলাদেশের আইনের চোখে: নোটিশ + ৯০ দিন ছাড়া তালাক কার্যকর না। স্বামী শাস্তি পাবে।

৩. সমাধান: দুইটার মধ্যে সমন্বয় দরকার। আল্লাহর হুকুমও মানতে হবে, রাষ্ট্রের আইনও মানতে হবে। ঝগড়া করে লাভ নাই।

নোটিশের ৯০ দিন পার হওয়ার আগে তালাক কার্যকর হয় না

MFLO ১৯৬১ এর ধারা ৭ এর সবচেয়ে বিতর্কিত লাইন এটা। স্বামী "তালাক তালাক তালাক" বললো ১ তারিখে। কিন্তু আইন বলে ৯০ দিন পর মানে ৯১ দিনের দিন তালাক হবে। এই ৯০ দিনকে বলে "শান্তিকাল" বা "Cooling Period"। ইসলাম কি বলে আর বাংলাদেশের আইন কেন ৯০ দিন দিলো - পুরাটা বুঝো।

MFLO ১৯৬১ এর ধারা ৭ অনুযায়ী ৯০ দিনের হিসাব

০১. আইনের ভাষা কি?

Section ৭(৩) বলে: "তালাক নোটিশ চেয়ারম্যানের কাছে পৌঁছানোর তারিখ থেকে ৯০ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না"।

উদাহরণ: স্বামী ১ জানুয়ারি ২০২৬ এ চেয়ারম্যান বরাবর নোটিশ পাঠালো। চেয়ারম্যান ৩ জানুয়ারি সেটা রিসিভ করলো। তাহলে ৯০ দিন গণনা শুরু ৩ জানুয়ারি থেকে। ৯০ দিন পর তারিখ হলো ২ এপ্রিল ২০২৬। ৩ এপ্রিল ২০২৬ থেকে তালাক কার্যকর।

০২. ৯০ দিন কেন দিলো?

আইনের ৩টি উদ্দেশ্য

পাকিস্তানের আইন কমিশন ১৯৫৬ সালে রিপোর্ট দিয়ে বলেছিল:

ক. রাগ কমানো : মানুষ রাগের মাথায় তালাক দেয়। ৯০ দিন = ৩ মাস। এই সময়ে স্বামী-স্ত্রী ঠান্ডা মাথায় ভাববে "সংসার ভাঙবো নাকি রাখবো"। রাসুল সা. বলেছেন:

"তালাক হাল কাজের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত" - আবু দাউদ। তাই আইন সময় দিলো।

খ. সালিশের সুযোগ : ৯০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান ২ পরিবারের মুরুব্বি ডেকে "সালিশি কাউন্সিল" বসাবে। কুরআন ৪:৩৫ এর নির্দেশ বাস্তবায়ন।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

অর্থ: "আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর; তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"
(সূরা আন-নিসা: আয়াত ৩৫)
১০ টা কেসে ৩০-৪০ টা কেস মীমাংসা হয়ে যায়।

গ. গর্ভধারণ নিশ্চিত করা: স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, ৩ মাসে বোঝা যাবে। গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে ইদ্দত বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত। ৯০ দিনের নিয়মে এই কনফিউশন দূর হয়।

০৩. ৯০ দিনের মধ্যে স্বামী কি করতে পারে?
ক. রজয়ত: স্বামী চাইলে মুখে বলবে "আমি তালাক ফেরত নিলাম" বা স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করবে। তাহলেই তালাক বাতিল। নতুন কাবিন, নতুন মোহর লাগবে না। এটাকে বলে "রজয়ী তালাক"।

খ. তালাক প্রত্যাহার: চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত দরখাস্ত দিয়ে বলবে "আমি তালাক দিবো না"।

গ. কিছুই না করা : ৯০ দিন চুপ থাকলে ৯১ তম দিনে অটো তালাক কার্যকর। স্বামীকে আর কিছু বলতে হবে না।
ইসলাম কি বলে? ৯০ দিন শরিয়াহ সম্মত কিনা?

১. শরিয়াহর মূলনীতি

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: "আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন রজঃস্রাব কাল (তিনটি মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত) প্রতীক্ষায় থাকবে। আর তারা যদি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তবে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর যদি তারা আপোষ-নিষ্পত্তি (সংশোধন) করতে চায়, তবে এই মেয়াদের মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার। আর নারীদের তেমনই ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের; তবে নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা (পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব) রয়েছে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
(সূরা আল-বাকারাহ: আয়াত ২২৮)

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

অর্থ: "আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুমতী হওয়ার বয়স পার হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে যদি তোমরা সংশয়ে থাক, তবে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যাদের এখনও মাসিক শুরু হয়নি (বা কোনো কারণে বন্ধ) তাদেরও। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দেন।"
(সূরা আত-তালাক: আয়াত ৪)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থ: "আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যায়, সে স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় রাখবে। তারপর যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে শরীআত মোতাবেক যা করবে,

সে বিষয়ে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"
(সূরা আল-বাকারাহ: আয়াত ২৩৪)

সারকথা:
কুরআন ২:২২৮ বলে: "তালাকপ্রাপ্তা নারীরা ৩ হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে"। এটাকে "ইদ্দত" বলে।
কুরআন ৬৫:৪ বলে: "গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত"।
কুরআন ২:২৩৪ বলে: "স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত ৪ মাস ১০ দিন"।

কুরআন "ইদ্দত" এর কথা বলেছে, "৯০ দিন ওয়েটিং পিরিয়ড" এর কথা বলে নাই। সাহাবীদের যুগে স্বামী তালাক বলার সাথে তালাক কার্যকর হতো। তারপর স্ত্রী ৩ মাস ইদ্দত পালন করতো।

২. আলেমদের ২টি মত

মত ১ - কঠোর আলেম: "৯০ দিনের নিয়ম বিদআত। স্বামী তালাক বললে সাথে ১ তালাক পতিত হবে। ৯০ দিন পর ২য় তালাক - এমন কোনো দলিল নাই। MFLO আল্লাহর আইনকে সাসপেন্ড করতে পারে না"।
তাদের যুক্তি: রুকানা রা. এর হাদিস। তিনি ১ বাক্যে ৩ তালাক দিলেন, রাসুল সা. সেটাকে ১ তালাক ধরলেন। কোথাও ৯০ দিন ওয়েট করান নাই।

মত ২ - ভারসাম্যপন্থী আলেম : শায়খ তাকি উসমানী, ড. ওয়াহবা যুহাইলীর মত। তারা বলেন:
"তালাক দেয়া স্বামীর হক। কিন্তু রাষ্ট্র জনস্বার্থে 'পদ্ধতি' নির্ধারণ করতে পারে। ৯০ দিন তালাককে 'স্থগিত' করে না, শুধু 'কার্যকর হতে দেরি' করায়। এটা 'সিয়াসাহ শারইয়াহ' এর অংশ। ওমর রা. ৩ তালাককে ৩ তালাক ধরার আইন চালু করেছিলেন। রাষ্ট্র পারে।"
তাদের যুক্তি:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে উলিল আমর (নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী)-দের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও—যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখ। এটিই উত্তম এবং পরিণামে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।"
(সূরা আন-নিসা: আয়াত ৫৯)
কুরআন ৪:৫৯ "উলিল আমরের আনুগত্য করো"। সরকার যদি বলে তালাকের আগে ৯০ দিন ভাবো - এটা মানা ওয়াজিব। কারণ এতে সংসার ভাঙা কমে।

০৩. বাংলাদেশের কোর্ট কি বলে?

কোর্ট একটা চালাক সমাধান দিয়েছে - "২ স্তরের তালাক তত্ত্ব":

স্তর ১ - ধর্মীয় তালাক : স্বামী মুখে বলার সাথে আল্লাহর কাছে ১ তালাক হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী এখন "হারাম সম্পর্ক" এ আছে। তওবা করতে হবে।

স্তর ২ - আইনগত তালাক : রাষ্ট্রের খাতায়, কাবিননামায়, পাসপোর্টে, ভোটার আইডিতে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ৯০ দিন পর শেষ হবে। ৯০ দিনের আগে স্ত্রী "স্ত্রী" হিসেবে ভরণপোষণ, বাসস্থান পাবে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় ৪৯ DLR ৫৭৫ : "৯০ দিনের আগে তালাক কার্যকর না হওয়া মানে তালাক বাতিল না। মানে তালাক 'ঝুলন্ত' অবস্থায় আছে। ৯০ দিন পর অটো কার্যকর"।

০৪. বাস্তব জীবনে ৯০ দিনের ৪টি প্রভাব

প্রভাব ১ - ভরণপোষণ: ৯০ দিন পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে খাওয়াবে, বাসায় রাখবে। কারণ আইনের চোখে সে এখনো স্ত্রী। অনেকে এই সুযোগ নিয়ে ৯০ দিন শেষে বলে "আমি তো তালাক দেই নাই"।

প্রভাব ২ - নতুন বিয়ে হারাম : ৯০ দিনের আগে স্ত্রী অন্য জায়গায় বিয়ে বসতে পারবে না। বসলে সেটা ব্যভিচার। স্বামীও অন্য বিয়ে করতে পারবে, কারণ ১ তালাকে স্ত্রী হারাম হয় না।

প্রভাব ৩ - মোহরানা : ৯০ দিনের আগে স্ত্রী বাকি মোহর দাবি করে মামলা করতে পারবে না। কারণ তালাক হয় নাই। ৯১ দিনের দিন মামলা করবে।

প্রভাব ৪ - মানসিক টর্চার: এই ৯০ দিন স্বামী-স্ত্রী এক বাসায় থাকলে যুদ্ধ লাগে। স্ত্রী বলে "তুমি আমাকে তালাক দিছো", স্বামী বলে "আইনে এখনো বউ তুমি"। তাই আলেমরা পরামর্শ দেয়: ৯০ দিন আলাদা থাকো।

সারকথা ও সুপারিশ
১. শরিয়াহ : তালাক বলার সাথে কার্যকর।
২. MFLO ১৯৬১ : নোটিশ + ৯০ দিন পর কার্যকর।
৩. বাস্তবতা : বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় আইন চলবে। তাই স্বামীকে বলতে হবে: "ভাই তালাক দিলে ৯০ দিন ভাবার সময় পাবা। এই সময়ে সালিশ করো, সংসার বাঁচাও। ৯০ দিন পর আর ফেরত আসার রাস্তা নাই"।

সুপারিশ: MFLO তে "৯০ দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলক কাউন্সেলিং" যুক্ত করা। শুধু চেয়ারম্যানের চিঠি না, সরকারি সাইকোলজিস্ট দিয়ে ৩ বার কাউন্সেলিং করানো। এতে ৫০% ডিভোর্স কমবে ইনশাআল্লাহ।

খুলাতে মোহরানা দেয়া লাগবে কিনা?

খুলা আরবি "খুল' " শব্দ থেকে এসেছে। মানে "খুলে ফেলা", "জামা খুলে ফেলা"। ইসলামে খুলা হলো: স্ত্রী নিজেই স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া + বিনিময়ে কিছু দেয়া। স্বামী রাজি হলে তালাক হয়ে যাবে। এটাকে "পারস্পরিক চুক্তিতে তালাক" ও বলে। MFLO ১৯৬১ এ "খুলা" শব্দ নাই, কিন্তু ধারা ৮ এ "তালাকের অন্য পদ্ধতি" বলে একই জিনিস আছে।

ইসলামের মূলনীতি - মোহর ফেরত দেয়া ফরজ কিনা?

১. কুরআনের সরাসরি আয়াত
সূরা বাকারা ২:২২৯:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থ:"তালাক হলো দু'বার । এরপর হয় নিয়মানুসারে [স্ত্রীকে] রেখে দেবে, না হয় সদয়ভাবে [সুন্দর ব্যবহারে] মুক্ত করে দেবে । আর তোমরা স্ত্রীদের যা দিয়েছ তা থেকে কোনো কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয় ; তবে যদি উভয়েই আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয়, তাতে উভয়ের কোনো পাপ নেই। এগুলো আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমারেখা; কাজেই তা লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তারাই তো জালিম। ”

এই আয়াত নাজিল হয়েছিল সাবিত বিন কায়েস রা. এর স্ত্রী জামিলা রা. এর ঘটনায়। জামিলা রা. রাসুল সা. এর কাছে এসে বললেন: "ইয়া রাসুলাল্লাহ, সাবিত এর চরিত্র বা দ্বীনের ব্যাপারে আমার অভিযোগ নাই। কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি। মুসলিম হয়ে কুফরী করতে চাই না"। মানে সংসার করতে ইচ্ছা নাই।

রাসুল সা. সাবিতকে জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি তার বাগান ফেরত নিবা?" সাবিতের মোহর ছিল একটা বাগান। সাবিত বললেন: "হ্যাঁ"। রাসুল সা. জামিলাকে বললেন: "বাগান ফেরত দাও, আর তালাক নিয়ে নাও"। জামিলা বাগান ফেরত দিলেন, সাবিত ১ তালাক দিলেন - বুখারী।

সারকথা : কুরআন + হাদিস থেকে ৩টা মূলনীতি পাই:
ক. খুলা জায়েজ : স্ত্রী সংসার করতে না চাইলে জোর করা যাবে না।
খ. বিনিময় লাগবে : "মুক্তিপণ" বা "ফিদয়া" ছাড়া খুলা হবে না। ফ্রিতে তালাক চাইলে স্বামী দিতে বাধ্য না।
গ. বিনিময়ের পরিমাণ : সর্বোচ্চ মোহরানা পর্যন্ত। এর বেশি দাবি করা জুলুম। রাসুল সা. জামিলার কাছ থেকে মোহরের বেশি ১ টাকাও নেন নাই।

২. মোহর ফেরত দেয়ার ৩টি অবস্থা
চার মাযহাব একমত, তবে কিছু খুঁটিনাটি পার্থক্য আছে:

অবস্থা ১: পুরা মোহর ফেরত
যদি স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা না হয়, আর স্ত্রী খুলা চায় - তাহলে স্ত্রী পুরা মোহর ফেরত দিবে। কারণ স্বামী স্ত্রীকে "ভোগ" করতে পারে নাই। হানাফি মতে এটা ওয়াজিব।

অবস্থা ২: অর্ধেক মোহর ফেরত
মেলামেশা হয়ে গেছে, কিন্তু স্ত্রী খুলা চাচ্ছে। তাহলে স্ত্রী স্বামীকে যা মোহর দিয়েছিল, তার অর্ধেক ফেরত দিবে। বাকি অর্ধেক স্বামী রাখবে। কারণ মেলামেশার কারণে স্বামীর কিছু হক আদায় হয়েছে। শাফেয়ী ও হাম্বলি মাযহাবের মত এটা।

অবস্থা ৩: মোহরের চেয়ে কম ফেরত
স্বামী-স্ত্রী চুক্তি করে যা ঠিক করবে তাই। স্ত্রী ১০ লাখ মোহর পেয়েছিল, খুলার সময় ২ লাখ দিয়ে মীমাংসা করলো। স্বামী রাজি থাকলে জায়েজ। কারণ কুরআন বলেছে "যা দিয়ে মুক্ত হয়" - পরিমাণ নির্ধারণ করে নাই। তবে জোর করে ১০ লাখের জায়গায় ১৫ লাখ নেয়া হারাম।

গুরুত্বপূর্ণ : মোহর "উসুল" লেখা থাকলেও ফেরত দিতে হবে। কারণ খুলা মানে নতুন চুক্তি। আগের "মাফ" বাতিল হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের আইন ও বাস্তবতা

১. MFLO ১৯৬১ কি বলে?

MFLO এর ধারা ৭-৮ এ "খুলা" শব্দ নাই। এটা "তালাক" এর নিয়ম দিয়ে খুলা চালায়। মানে স্ত্রী কোর্টে "ডিক্রি অফ ডিসল্যুশন" এর মামলা করবে Dissolution of Muslim Marriage Act ১৯৩৯ এর ধারা ২ অনুযায়ী।
কিন্তু মোহরের ব্যাপারে কোর্ট কি করে?

কেস ১: ৩৭ DLR ১৯৮৫ : হাইকোর্ট বলেছে "স্ত্রী যদি খুলা চায়, তাহলে আদালত স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার আদেশ দিতে পারে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মোহরানা পর্যন্ত"।

কেস ২: ১৬ BLD ১৯৬ : "স্ত্রী মোহর ফেরত না দিলে খুলা হবে না। স্বামী রাজি না থাকলে কোর্ট জোর করে তালাক দিতে পারে না। কারণ তালাকের অধিকার শুধু স্বামীর"।

এরমানে বাংলাদেশে : খুলা = স্ত্রী কোর্টে মামলা + স্বামীকে মোহর/ক্ষতিপূরণ দেয়া + স্বামী রাজি হয়ে তালাক দেয়া। স্বামী রাজি না হলে ৯০% ক্ষেত্রে কোর্ট তালাক দেয় না।

২. বাস্তব সমস্যা ৩টি

সমস্যা ১: মোহর "উসুল" লেখা : বিয়ের সময় ২০ লাখ মোহর লিখে "উসুল" লিখে দেয়। বাস্তবে মেয়ে ১ টাকাও পায় নাই। এখন খুলা করতে গেলে স্বামী বলে "২০ লাখ ফেরত দাও"। মেয়ে বলে "আমি তো পাইই নাই"। কোর্ট কাবিননামা দেখে ২০ লাখ ফেরতের রায় দেয়। মেয়ে ফকির হয়ে যায়।

সমস্যা ২: মোহর কম, কিন্তু দেনমোহরের দাবি বেশি : স্বামী বলে "ঠিক আছে খুলা দিবো, কিন্তু তুমি আমার ১০ লাখ টাকা ক্ষতি করছো, ওইটা দাও"। স্ত্রী বলে "মোহর তো ৫ লাখ"। কোর্টে ৫ বছর মামলা চলে।

সমস্যা ৩: স্বামী ব্ল্যাকমেইল : স্ত্রী নির্যাতনের শিকার। তালাক চায়। স্বামী বলে "খুলা দিবো, ১০ লাখ দাও"। স্ত্রীর কাছে টাকা নাই। বাধ্য হয়ে নির্যাতন সহ্য করে।

৩. ইসলামী সমাধান ও সুপারিশ

সমাধান ১: সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর ধার্য :

বিয়ের সময় ৫০ লাখ মোহর লিখে "উসুল" লেখা বন্ধ করো। ২ লাখ মোহর ধার্য করো, ১ লাখ নগদ দাও। তাহলে খুলার সময় স্ত্রীর চাপ কমবে। রাসুল সা. এর সুন্নাহ এটাই।

সমাধান ২: খুলার পরিমাণ নির্ধারণ : ইসলামী স্কলাররা বলে "খুলার বিনিময় মোহরের বেশি হবে না"। কোর্টের উচিত "স্ট্যান্ডার্ড রেট" ঠিক করা। যেমন: মেলামেশা হলে ৫০% মোহর, না হলে ১০%। স্বামী এর বেশি দাবি করলে কোর্ট বাতিল করবে।

সমাধান ৩: কোর্টের ক্ষমতা বাড়ানো : Dissolution of Muslim Marriage Act ১৯৩৯ এর ধারা ২(৯) তে "স্ত্রীর কাছে স্বামীকে সহ্য করা অসম্ভব" গ্রাউন্ড আছে। এই গ্রাউন্ডে স্ত্রী মোহর ফেরত না দিয়েও তালাক পেতে পারে। যদি প্রমাণ করে স্বামী মারধর করে, যৌতুক চায়, ২য় বিয়ে করে। কোর্ট তখন বলবে "খুলা না, এটা ফাসখ। মোহর ফেরত লাগবে না"।

সারকথা :

১. ইসলাম: খুলা করতে মোহর/সমপরিমাণ বিনিময় ফেরত দিতে হবে। এটা স্ত্রীর তালাকের "মূল্য"।

২. বাংলাদেশ: কোর্টও মোহর ফেরতের রায় দেয়, তবে "ফাসখ" প্রমাণ হলে লাগে না।

৩. বাস্তবতা: "উচ্চ মোহর + উসুল" কালচারের কারণে গরীব মেয়েরা খুলা করতে পারে না। তাই বিয়ের সময় সত্যি মোহর লেখো।

০৯ : আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ

MFLO ১৯৬১ বানানো হয়েছিল ১৯৬১ সালে। ৬৫ বছর পর ২০২৬ সালে সমাজ পুরা পাল্টে গেছে। মোবাইল, ফেসবুক, প্রবাস, নারীর চাকরি, লিভ-টুগেদার - এই নতুন বাস্তবতায় পুরানো আইন হিমশিম খাচ্ছে।

৭টি বড় চ্যালেঞ্জ

চ্যালেঞ্জ ১: ডিজিটাল তালাক - SMS, WhatsApp, Facebook

সমস্যা : স্বামী সৌদি থাকে। রাগ করে স্ত্রীকে WhatsApp এ লিখে পাঠায় "তালাক তালাক তালাক"। তারপর ব্লক করে দেয়। স্ত্রী বাংলাদেশে। সে বলে "আমি শুনি নাই"। স্বামী বলে "পাঠাইছি"।

ইসলামী হুকুম: চার মাযহাব একমত - লিখিত তালাক কার্যকর। কিন্তু "নিয়ত" লাগবে। মজা করে লিখলে তালাক হবে না।

MFLO সমস্যা : ধারা ৭ বলে "নোটিশ চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত দিতে হবে"। WhatsApp নোটিশ কি বৈধ? কোর্ট ৫০% ক্ষেত্রে মানে, ৫০% মানে না।

সমাধান : সরকার "ডিজিটাল নোটিশ পোর্টাল" বানাক। স্বামী জাতীয় আইডি দিয়ে লগইন করে তালাকের আবেদন করবে। OTP যাবে স্ত্রীর মোবাইলে। ৯০ দিনের কাউন্টডাউন অটো শুরু হবে।

চ্যালেঞ্জ ২: প্রবাসী স্বামী ও "একতরফা তালাক"

সমস্যা : বাংলাদেশের ১ কোটি লোক বিদেশে। স্বামী দুবাইতে বসে ইমামের কাছে ৩ তালাক দিয়ে দেয়। বাংলাদেশে স্ত্রী জানেই না। ২ বছর পর স্ত্রী আবার বিয়ে করে। ১ম স্বামী দেশে এসে বলে "তুমি ব্যভিচার করছো"।

ইসলামী হুকুম : তালাক হয়ে গেছে, স্ত্রীর জানা শর্ত না।

রাষ্ট্রীয় সমস্যা : ৯০ দিনের নোটিশ স্ত্রীর কাছে পৌঁছায় না। চেয়ারম্যানের চিঠি বিদেশে যায় না।

সমাধান : বাংলাদেশ দূতাবাসে "পারিবারিক আইন সেল" খোলা। প্রবাসী স্বামী দূতাবাসে তালাকের নোটিশ দিবে। দূতাবাস সরাসরি স্ত্রীর NID এর মোবাইল নাম্বারে SMS + ডাকযোগে নোটিশ পাঠাবে।

চ্যালেঞ্জ ৩: উচ্চ মোহর + "উসুল" কালচার

সমস্যা : বিয়ের সময় ছেলে-মেয়ে ২ পক্ষই "স্ট্যাটাস" দেখাতে ৩০ লাখ, ৫০ লাখ মোহর লেখে। বাস্তবে ১ টাকাও দেয় না, কাবিনে "উসুল" লিখে দেয়। ডিভোর্সের সময় মেয়ে ৫০ লাখ দাবি করে, ছেলে বলে "আমি তো দেই নাই"।

ইসলামী হুকুম : মিথ্যা "উসুল" লেখা হারাম, জালিয়াতি। মোহর স্ত্রীর হক।
বাস্তবতা : কোর্ট কাবিননামা দেখে রায় দেয়। ৫০ লাখ ফেরত দিতে না পেরে ছেলে জেলে যায়। মেয়েও টাকা পায় না।

সমাধান : কাজী অফিসে নিয়ম: ৫ লাখের বেশি মোহর লিখতে হলে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে হবে। নগদ মোহরের ৩০% বিয়ের দিন পরিশোধ বাধ্যতামূলক। "উসুল" শব্দ ব্যান করা।

চ্যালেঞ্জ ৪: নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও খুলা

সমস্যা : মেয়ে ব্যাংকে চাকরি করে, মাসে ৮০ হাজার টাকা বেতন। স্বামী বেকার। মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়ে খুলা চায়। স্বামী বলে "১০ লাখ মোহর ফেরত দাও"। মেয়ে দিতে পারে, কিন্তু দিতে চায় না। কারণ স্বামী তাকে মারধর করেছে।

ইসলামী হুকুম: খুলার বিনিময় মোহর পর্যন্ত। এর বেশি জুলুম।
আধুনিক দাবি : নারীবাদীরা বলে "মোহর ফেরত কেন? স্বামী দোষ করলে স্ত্রী ফ্রিতে তালাক পাবে"।

সমাধান : কোর্ট "ফাসখ" আর "খুলা" আলাদা করুক। স্বামী দোষী প্রমাণ হলে স্ত্রী মোহর ফেরত না দিয়েই তালাক পাবে। এটা Dissolution Act ১৯৩৯ এর ধারা ২(৯) তেই আছে। বিচারকরা এটা ব্যবহার করে না।

চ্যালেঞ্জ ৫: সন্তানের হেফাজত ও বাবা-মা ২ জনই চাকরিজীবী

সমস্যা: স্বামী-স্ত্রী ডিভোর্স। ছেলে ৮ বছর, মেয়ে ১০ বছর। মা ব্যাংকে চাকরি করে ৯টা-৫টা। বাবা ব্যবসা করে। ২ জনই ব্যস্ত। সন্তান কার কাছে থাকবে? হানাফি মতে ৭/৯ এর পর বাবার কাছে। কিন্তু বাবার বাসায় কাজের বুয়া সন্তান পালবে।

ইসলামী মূলনীতি: "মাসলাহাতুল তিফল" - শিশুর কল্যাণ।
আধুনিক বাস্তবতা: কোর্ট ৯০% ক্ষেত্রে মাকে দিয়ে দেয়। কারণ মা সময় দিতে পারবে।

সমাধান: "যৌথ হেফাজত" সিস্টেম চালু করা। সপ্তাহে ৩ দিন মায়ের কাছে, ৪ দিন বাবার কাছে। সপ্তাহে ১ দিন বাবা-মা ২ জন একসাথে সন্তানের সাথে দেখা করবে। পাশ্চাত্যের এই মডেল ইসলামের "কল্যাণ" নীতির সাথে সাংঘর্ষিক না।

চ্যালেঞ্জ ৬: লিভ-টুগেদার ও জারজ সন্তান

সমস্যা : ঢাকা-চট্টগ্রামের ভার্সিটির ছেলে-মেয়ে বিয়ে ছাড়া একসাথে থাকে। পেটে বাচ্চা আসে। ছেলে পালায়। মেয়ে বলে "এটা আমার স্বামীর বাচ্চা"। ইসলামে বিয়ে ছাড়া সম্পর্ক হারাম। সন্তান "জারজ" সাব্যস্ত হবে।

ইসলামী হুকুম : সন্তান মায়ের দিকে যাবে। বাবার বংশ পাবে না। বাবা ভরণপোষণ দিতে বাধ্য না।
রাষ্ট্রীয় আইন: Children Act ২০১৩ বলে "সব শিশু সমান অধিকার পাবে"। জারজ বলা যাবে না।

ইসলামী সমাধান : সমাজে "বিয়েকে সহজ করা"। ১৮ বছরে বিয়ে জায়েজ। মা-বাবা যেন ছেলে-মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়। মোহর ১ টাকা ধার্য করাও জায়েজ। রাসুল সা. লোহার আংটি দিয়েও বিয়ে পড়িয়েছেন।

চ্যালেঞ্জ ৭: ২য়/৩য় বিয়ে ও ১ম স্ত্রীর অনুমতি

সমস্যা: MFLO ধারা ৬ বলে ২য় বিয়ে করতে ১ম স্ত্রী + সালিশি কাউন্সিলের অনুমতি লাগবে। অনুমতি না নিলে ১ বছর জেল + ১০ হাজার টাকা জরিমানা।

সমস্যা: আলেমরা বলে "এটা আল্লাহর দেয়া অধিকারে হস্তক্ষেপ। কুরআন ৪:৩ সূরা নিসা তে ৪ বিয়ে পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে"।

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

অর্থ: "আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও; অতঃপর তারা যদি সন্তোষের সাথে তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা সানন্দে তৃপ্তির সাথে ভোগ করতে পার।" (সূরা আন-নিসা: ৪)

নারীরা বলে : "স্বামী ২য় বিয়ে করে ১ম স্ত্রী-সন্তানকে রাস্তায় ফেলে দেয়। অনুমতি বাধ্যতামূলক করা দরকার"।

ভারসাম্য সমাধান : অনুমতি না নিলে "শাস্তি" হবে, কিন্তু ২য় বিয়ে "বাতিল" হবে না। কারণ বিয়ে আল্লাহর হুকুম। শাস্তি দাও, সংসার ভেঙো না। আর ১ম স্ত্রীর ভরণপোষণ, আলাদা বাসা - এগুলো বাধ্যতামূলক করা।

সামগ্রিক সুপারিশ - ৪টি

১. MFLO ১৯৬১ আপডেট : ১৯৬১ এর আইনে "ইমেইল, SMS, ভিডিও কল" এর কথা নাই। ২০২৬ সালে নতুন অধ্যায় যুক্ত করা: "Digital Family Law"।

২. কাজী + ইমাম ট্রেনিং: প্রত্যেক কাজীকে ৩ মাসের কোর্স করানো। কাবিননামা বোঝানো, মিথ্যা উসুলের শাস্তি বোঝানো। মসজিদের ইমামকে "পারিবারিক সালিশ" এর ট্রেনিং দেয়া।

৩. ফ্যামিলি কোর্টে মিডিয়েশন সেল : তালাকের মামলা আসার সাথে ৩ মাস মিডিয়েশন বাধ্যতামূলক। সাইকোলজিস্ট, আলেম, লইয়ার ৩ জন মিলে কাউন্সেলিং করবে। ৪০% কেস এখানেই মিটে যাবে।

৪. স্কুল-কলেজে "ইসলামী পারিবারিক শিক্ষা"*: SSC-HSC তে ১টা বই: "বিয়ে, তালাক, হক-হুদ"। ছেলে-মেয়ে বিয়ের আগে জানবে স্বামীর হক কি, স্ত্রীর হক কি, মোহর কি, খুলা কি। তাহলে বিয়ের পর ঝগড়া ৭০% কমবে।

সারকথা :
আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ মানে ইসলাম পুরানো হয়ে গেছে - তা না। মানে ইসলামের "নমনীয়তা" ও "মাকাসিদ শরিয়াহ" কে কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহর বিধান অপরিবর্তনীয়, কিন্তু "প্রয়োগের পদ্ধতি" যুগের সাথে আপডেট করা যায়।
MFLO ১৯৬১ খারাপ না, কিন্তু ২০২৬ এর জন্য আপডেট দরকার। "শরিয়াহ + বাস্তবতা + ন্যায়বিচার" - এই ৩টার সমন্বয় হলেই মুসলিম পরিবার বাঁচবে।

১০: গ্রাম vs শহরের চ্যালেঞ্জ

MFLO ১৯৬১ একটা আইন। কিন্তু ঢাকার গুলশানের একটা কেস আর কুড়িগ্রামের রৌমারীর একটা কেস - ২টার বাস্তবতা আকাশ-পাতাল। গ্রামে "সালিশ" চলে, শহরে "কোর্ট" চলে। থিসে "আঞ্চলিক পার্থক্য" দেখাতে পারলে ১০/১০।

গ্রাম বনাম শহর: চ্যালেঞ্জের পার্থক্য

চ্যালেঞ্জ ১: তালাক নোটিশ ও ৯০ দিন

গ্রামের চিত্র ৭০% ক্ষেত্রে:

স্বামী রাগ করে ইমামের কাছে ৩ তালাক দেয়। মসজিদের মাইকে এলান হয় "অমুকের বউ তালাক"। ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ যায় না। কারণ চেয়ারম্যান ১৫ কিমি দূরে, যাতায়াত খরচ ৫০ টাকা। গরীব স্বামী দেয় না। ২ বছর পর স্ত্রী আবার বিয়ে করে। তখন ১ম স্বামী এসে বলে "তুমি ব্যভিচার করছো"।

গ্রামের চ্যালেঞ্জ :

১. চেয়ারম্যান অফিস দূরে, যাতায়াত কঠিন।

২. মানুষ MFLO ধারা ৭ জানে না। মনে করে ইমামের তালাকই ফাইনাল।

৩. সালিশি কাউন্সিল বসে না। মাতব্বররা বলে "সংসার করো, তালাক হারাম"।

শহরের চিত্র ৮০% ক্ষেত্রে:

স্বামী উকিল ধরে। উকিল নোটারি করে নোটিশ পাঠায়। চেয়ারম্যানের অফিস ২ কিমি। ৯০ দিনের সালিশি কাউন্সিলের চিঠি আসে। স্ত্রী-স্বামী ২ জনই লইয়ার নিয়ে যায়। ৯০ দিন পর ডিভোর্স সার্টিফিকেট বের হয়।

শহরের চ্যালেঞ্জ:

১. লইয়ার ফি ২০ হাজার - ১ লাখ টাকা। গরীব মানুষ পারে না।

২. ৯০ দিনে ১০ বার ডেট পড়ে। ১ বছর লাগে ডিভোর্স হতে।

৩. SMS/WhatsApp তালাক নিয়ে কোর্টে ৩ বছর মামলা চলে।

ইসলামী সমাধান : গ্রামে "ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার" দিয়ে নোটিশ পাঠানোর ব্যবস্থা। ৫০ টাকা ফি। শহরে "ফাস্ট ট্র্যাক ফ্যামিলি কোর্ট"। তালাকের কেস ৯০ দিনে শেষ।

চ্যালেঞ্জ ২: মোহরানা ও খুলা

গ্রামের চিত্র :

বিয়ের সময় মোহর ধার্য হয় ১০ লাখ টাকা। "উসুল" লিখে দেয়। বাস্তবে মেয়ে ৫০ হাজার টাকার গহনাও পায় নাই। ডিভোর্সের সময় ছেলে বলে "১০ লাখ দাও, খুলা দিবো"। মেয়ের বাবা জমি বিক্রি করে ৩ লাখ দেয়। বাকি ৭ লাখের জন্য ছেলে মেয়েকে ঘরে রাখে না, তালাকও দেয় না। মেয়ে ঝুলে থাকে।

গ্রামের চ্যালেঞ্জ:

১. কাজী "উসুল" লিখে কমিশন খায়।

২. মেয়ের বাবা-মা লজ্জায় কোর্টে যায় না। বলে "মান-ইজ্জত যাবে"।

৩. সালিশে মাতব্বররা বলে "মেয়ে খারাপ, তাই জামাই তালাক দেয়। মোহর মাফ"।

শহরের চিত্র :

মেয়ে ব্যাংকে চাকরি করে। মোহর ২০ লাখ "নগদ" লেখা। ডিভোর্সের সময় মেয়ে লইয়ার দিয়ে নোটিশ পাঠায়। কোর্টে মামলা করে। ছেলে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখিয়ে প্রমাণ করে "আমি ১০ লাখ দিয়েছি"। বাকি ১০ লাখ কোর্টের মাধ্যমে আদায় হয়।

শহরের চ্যালেঞ্জ :

১. মোহর বেশি লেখার প্রতিযোগিতা। ৫০ লাখ, ১ কোটি।

২. মেয়ে মোহরের লোভে ডিভোর্স চায়। ছেলে বলে "মোহর ব্যবসা"।

৩. "কাবিন ব্যবসা" সিন্ডিকেট। লইয়ার + কাজী মিলে ডিভোর্স করায়।

ইসলামী সমাধান : রাসুল সা. এর সুন্নাহ ফিরিয়ে আনা। মোহর কম ধার্য, নগদ পরিশোধ। গ্রামে "মোহর সচেতনতা ক্যাম্প"। শহরে "স্ট্যান্ডার্ড মোহর রেট"। যেমন: ছেলের ১ বছরের আয়ের সমান মোহর।

চ্যালেঞ্জ ৩: সন্তানের হেফাজত

গ্রামের চিত্র :

ডিভোর্সের পর ছেলে ১০ বছর বয়সী। হানাফি মতে বাবার কাছে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাবা বিদেশে। দাদা-দাদী বৃদ্ধ। মা বাপের বাড়ি থাকে। গ্রামের মাতব্বররা বলে "ছেলে বাবার বংশের, মায়ের কাছে থাকবে না"। জোর করে ছেলেকে দাদার বাড়ি দেয়। মা ৫ বছর ছেলের মুখ দেখে না।

গ্রামের চ্যালেঞ্জ :

১. কোর্ট নাই, আইন নাই। মাতব্বরের হুকুমই আইন।

২. মেয়ে সন্তান ১২ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়। পড়াশোনা বন্ধ।

৩. বাবা বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় না। মা + নানা-নানী মিলে সন্তান পালে।

শহরের চিত্র :

মা-বাবা ডিভোর্স। ছেলে ৮ বছর, মেয়ে ১ বছর। মা-বাবা ২ জনই চাকরি করে। কোর্ট "যৌথ হেফাজত" এর রায় দেয়। ছেলে সপ্তাহে ৩ দিন মায়ের ফ্ল্যাটে, ৪ দিন বাবার ফ্ল্যাটে থাকে। স্কুলের টিফিন, টিউশন ফি ৫০-৫০ ভাগ।

শহরের চ্যালেঞ্জ :

১. সন্তান "দোলনার বল" হয়ে যায়। আজ মায়ের কাছে, কাল বাবার কাছে।

২. নতুন মা/বাবা সন্তানকে সহ্য করে না। মানসিক নির্যাতন।

৩. সন্তান বড় হয়ে বাবা-মা ২ জনকেই ঘৃণা করে।

ইসলামী সমাধান : "শিশুর কল্যাণ" কে মূলনীতি করা। গ্রামে হোক বা শহরে। বাবা বিদেশে থাকলে মায়ের কাছেই রাখা। মা ২য় বিয়ে করলে এবং সৎ বাবা ভালো না হলে দাদীর কাছে দেয়া। ১০ বছরের উপরের সন্তানের মতামত নেয়া ফরজ।

চ্যালেঞ্জ ৪: ২য় বিয়ে ও অনুমতি

গ্রাম : ছেলে ২য় বিয়ে করে, ১ম স্ত্রীকে জানায় না। ১ম স্ত্রী ৫ বছর পর জানতে পারে। সালিশে যায়। মাতব্বর বলে "পুরুষ মানুষ ৪ বিয়ে করতেই পারে। বউ চুপ থাকো"। ১ম স্ত্রী নির্যাতন সহ্য করে। MFLO ধারা ৬ এর শাস্তি কেউ দেয় না।

শহর : ২য় বিয়ে করতে গেলে কাজী ১ম স্ত্রীর NID + অনুমতিপত্র চায়। না দিলে বিয়ে পড়ায় না। ১ম স্ত্রী কোর্টে মামলা করে ১ বছর জেল করায়। কিন্তু ছেলে হুজুর ধরে "গোপন বিয়ে" করে ফেলে। কাবিন হয় না। স্ত্রী-সন্তান বৈধতা পায় না।

চ্যালেঞ্জ ৫: ঘরোয়া নির্যাতন ও প্রমাণ

গ্রাম : স্বামী বউ পেটায়। বউয়ের হাতে দাগ। গ্রামের মানুষ বলে "স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, নাক গলাও না"। বউ থানায় গেলে পুলিশ বলে "সংসার করো মা"। Dissolution Act ১৯৩৯ এর ধারা ২(২) "নির্যাতন" প্রমাণ করতে ডাক্তারি সার্টিফিকেট লাগে। গ্রামে ডাক্তার নাই।

শহর : বউ সিসিটিভি ফুটেজ, WhatsApp চ্যাট, হাসপাতালের রিপোর্ট নিয়ে কোর্টে যায়। ৬ মাসে ডিভোর্স + ভরণপোষণ + ক্ষতিপূরণ পায়।

চ্যালেঞ্জ ৬: সচেতনতা ও আইনজ্ঞান

গ্রাম : ১০ জন মানুষের মধ্যে ৫ জন MFLO চেনে। ৯৫ জন মনে করে "মুখে ৩ তালাক = শেষ"। মেয়েরা জানে না "ইদ্দতের ভরণপোষণ" পাওয়ার হক আছে।

শহর : Google, YouTube এ "তালাকের নিয়ম" সার্চ দিলেই ১০টা ভিডিও। মেয়েরা "নারী অধিকার" গ্রুপে অ্যাড থাকে। ছেলেরা "পুরুষ অধিকার" গ্রুপে অ্যাড থাকে। ২ পক্ষই লইয়ারের কাছে দৌড়ায়।

গ্রাম ও শহরের জন্য ৪টি যৌথ সুপারিশ

১. ডিজিটাল বাংলাদেশ মডেল : প্রত্যেক ইউনিয়নে "পারিবারিক আইন হেল্প ডেস্ক"। ট্যাব + ইন্টারনেট থাকবে। গ্রামের মানুষ ভিডিও কলে শহরের লইয়ারের সাথে কথা বলবে। ফি ১০ টাকা।

২. ইমাম + মাতব্বর ট্রেনিং : প্রতি থানায় ৩ মাস পর ইমাম-মাতব্বরদের ট্রেনিং। তাদের বোঝানো: "মুখের তালাক + চেয়ারম্যান নোটিশ = ২টাই দরকার। নারীকে মারধর করলে জাহান্নাম"। মাতব্বরকে "সরকারি সালিশকারক" এর সার্টিফিকেট দেয়া।

৩. স্কুলে আইন শিক্ষা : ক্লাস ৯-১০ এ "নাগরিক ও আইন" বইয়ে ১টা চ্যাপ্টার: "বিয়ে-তালাক-মোহর"। গ্রামের ছেলে-মেয়ে বিয়ের আগেই জানবে তার হক কি।

৪. ভ্রাম্যমাণ কোর্ট: প্রতি মাসে ১ দিন উপজেলা পরিষদে "ফ্যামিলি কোর্টের ভ্রাম্যমাণ বেঞ্চ" বসবে। গ্রামের মেয়েরা ১ দিনে নোটিশ, ভরণপোষণ, হেফাজতের আবেদন করতে পারবে। ঢাকা যাওয়া লাগবে না।

সারকথা :

১. গ্রামের চ্যালেঞ্জ: অজ্ঞতা + দারিদ্র্য + মাতব্বরের জুলুম।

২. শহরের চ্যালেঞ্জ: আইনের জটিলতা + খরচ + মানসিক দূরত্ব।

৩. সমাধান: "ইসলামের মূলনীতি অপরিবর্তনীয়, কিন্তু প্রয়োগের পদ্ধতি গ্রাম-শহর ভেদে আলাদা"। টেকনোলজি + সচেতনতা + ন্যায়বিচার - এই ৩টা দিলে গ্রাম-শহর ২ জায়গাতেই পরিবার বাঁচবে।

১১ : চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী সমাধান

সালিশ বা হাকাম নিয়োগের পদ্ধতি

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হলে ইসলাম সরাসরি তালাকের কথা বলে নাই। আগে "সালিশ" এর কথা বলেছে।

কুরআনের ৪:৩৫ অর্থাৎ, সূরা আন নিসার ৩৫ নং আয়াতে এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

অর্থ: "আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর; তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"

কুরআন (৪:৩৫) আল্লাহর নির্দেশ : যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা করো, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে ১ জন সালিশ আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে ১ জন সালিশ নিযুক্ত করো। তারা ২ জন মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল করে দিবেন ।

MFLO ১৯৬১ এর ধারা ৭ এ এই আয়াতকেই "সালিশি কাউন্সিল" বানানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ৯০% মানুষ জানে না সালিশ কিভাবে বসে।

কুরআন(৪:৩৫) অনুযায়ী ইসলামী পদ্ধতি

১. হাকাম/সালিশ কারা হবেন?

৫টি শর্ত :

চার মাযহাবের ফকীহরা একমত:

ক. মুসলিম হতে হবে : কাফের সালিশ হতে পারবে না। কারণ পারিবারিক আইন শরিয়াহ ভিত্তিক।

খ. বালেগ ও আকেল : পাগল, বাচ্চা সালিশ হতে পারবে না।

গ. ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত : ঘুষখোর, মিথ্যাবাদী, চরিত্রহীন হলে চলবে না। "আদিল" শর্ত।

ঘ. স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয় হলে উত্তম : বাবা, চাচা, মামা, দাদা। কারণ তারা পরিবারের ভালো-মন্দ জানে। আত্মীয় না পেলে বাইরের আলেম, ইমাম, মুরুব্বি নেয়া যাবে।

ঙ. ১ জন পুরুষ + ১ জন নারী না: হানাফি মতে ২ জনই পুরুষ হতে হবে। শাফেয়ী মতে স্ত্রীর পক্ষের সালিশ নারী হতে পারে। কারণ মেয়েদের সমস্যা মেয়ে ভালো বুঝবে।

গুরুত্বপূর্ণ : সালিশ "বিচারক" না। সালিশ "মীমাংসাকারী"। তার রায় বাধ্যতামূলক না। সে বোঝাবে, পরামর্শ দিবে।

২. নিয়োগের ৪টি ধাপ :

ধাপ ১: ঝগড়া প্রমাণ হওয়া

"শিক্কাক্ব" বা মারাত্মক কলহ হতে হবে। ছোটখাটো ঝগড়ায় সালিশ বসবে না। স্বামী স্ত্রীকে মারধর করে, স্ত্রী স্বামীর খাবারে বিষ দেয় - এই লেভেলের সমস্যা লাগবে।

ধাপ ২: বিচারক/কাজী/চেয়ারম্যানের অর্ডার

স্বামী বা স্ত্রী কাজীর কাছে মামলা করবে। কাজী দেখবে "হ্যাঁ, মীমাংসা সম্ভব"। তখন তিনি ২ পক্ষকে বলবে "তোমরা ১ জন করে সালিশ ঠিক করো"।

ধাপ ৩: ২ পক্ষ সালিশ ঠিক করা

স্বামী তার বাবা/চাচা/মসজিদের ইমামকে সালিশ বানাবে। স্ত্রী তার বাবা/মামা/মহিলা আলেমকে সালিশ বানাবে। ২ জনের নাম কাজীর কাছে জমা দিতে হবে।

ধাপ ৪: সালিশদের কাজ

সালিশ ২ জন আলাদা আলাদা স্বামী-স্ত্রীর সাথে কথা বলবে। তারপর ২ জন একসাথে বসবে। তাদের ক্ষমতা ৩টা:

ক. মীমাংসা করা : স্বামীকে বোঝাবে "বউকে মারো না", স্ত্রীকে বোঝাবে "স্বামীর কথা শোনো"। মিল হয়ে গেলে আলহামদুলিল্লাহ।

খ. খুলা করানো : যদি মীমাংসা না হয়, স্ত্রীকে বলবে "তুমি মোহর ছেড়ে দাও, স্বামীকে তালাক দিতে বলো"।

গ. তালাকের সুপারিশ : যদি স্বামী জালিম হয়, স্ত্রীকে মারধর করে - তাহলে সালিশ ২ জন মিলে কাজীকে বলবে "এদের আলাদা করে দেন"। কাজী তখন ফাসখের রায় দিবে।

হাদিসের দলিল : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। আলী রা. এক দম্পতির সালিশ নিযুক্ত করলেন। সালিশরা মীমাংসা করতে পারলো না। তখন আলী রা. বললেন "তোমাদের তালাকের এখতিয়ার দিলাম"। সালিশরা তালাক দিয়ে দিলেন - বায়হাকী।

MFLO ১৯৬১ ধারা ৭ অনুযায়ী বাংলাদেশের পদ্ধতি

১. সালিশি কাউন্সিল = আধুনিক হাকাম

MFLO ধারা ৭(৪) বলে: "চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর প্রতিনিধি ও ২ জন সদস্য নিয়ে সালিশি কাউন্সিল গঠন করবে"।

গঠন ৫ জন:

১. চেয়ারম্যান/মেয়র - সভাপতি

২. স্বামীর প্রতিনিধি - ১ জন

৩. স্ত্রীর প্রতিনিধি - ১ জন

৪. কাউন্সিলের ২ জন মেম্বার - সদস্য

এর মানে কুরআনের "২ জন হাকাম" কে বাংলাদেশ "৫ জন কাউন্সিল" বানিয়েছে। চেয়ারম্যান + ২ জন মেম্বার যোগ হয়েছে। উদ্দেশ্য: সালিশ যেন নিরপেক্ষ হয়।

২. নিয়োগের ধাপ ৬টি

ধাপ ১ : স্বামী চেয়ারম্যান বরাবর তালাকের নোটিশ দেয়। নোটিশের কপি স্ত্রীর কাছে যায়।

ধাপ ২ : চেয়ারম্যান ১৫ দিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বলে "আপনারা ১ জন করে প্রতিনিধি ঠিক করেন"।

ধাপ ৩ : স্বামী তার বাবা/ভাইকে, স্ত্রী তার বাবা/ভাইকে প্রতিনিধি বানায়। নাম-ঠিকানা জমা দেয়।

ধাপ ৪ : চেয়ারম্যান ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম মিটিং ডাকে। মিটিং ইউনিয়ন পরিষদে হয়।

ধাপ ৫ : ৯০ দিনের মধ্যে মোট ৩টা মিটিং হবে। প্রতি মিটিং এ চেয়ারম্যান ২ পক্ষকে বোঝাবে। "মীমাংসা দলিল" এ সই করাবে।

ধাপ ৬ : মীমাংসা না হলে ৯১ তম দিনে তালাক কার্যকর। চেয়ারম্যান "তালাক কার্যকর সার্টিফিকেট" দিবে।

৩. বাস্তব সমস্যা ৪টি

সমস্যা ১: প্রতিনিধি পক্ষপাতী : স্বামী তার বাবাকে প্রতিনিধি বানায়। বাবা মিটিং এ এসেই বলে "আমার ছেলে দুধে ধোয়া তুলসী পাতা, বউ খারাপ"। স্ত্রীর বাবাও বলে "আমার মেয়ে ফেরেশতা, জামাই খারাপ"। মীমাংসা হয় না, ঝগড়া বাড়ে।

সমস্যা ২: চেয়ারম্যান অদক্ষ: ৭০% চেয়ারম্যান আইন জানে না। সে শুধু হাজিরা খাতায় সই করায়। ৩টা মিটিং শেষ, কাউকে কিছু বোঝায় না। ৯০ দিন পর অটো তালাক।

সমস্যা ৩: নারী প্রতিনিধি নাই : স্ত্রীর পক্ষে তার বাবা আসে। বাবা মেয়ের "শারীরিক সমস্যা" চেয়ারম্যানের সামনে বলতে লজ্জা পায়। ফলে আসল সমস্যা ধরা পড়ে না।

সমস্যা ৪: সময় ও খরচ : গ্রামের মানুষের ইউনিয়ন অফিসে ৩ বার আসতে ৫০০ টাকা ভাড়া + ১ দিনের কাজ নষ্ট। তাই অনেকে মিটিং এ আসেই না।

৪. ইসলামী সমাধান ও সুপারিশ

সুপারিশ ১: যোগ্য সালিশ প্যানেল : প্রত্যেক ইউনিয়নে ১০ জন "সরকারি সালিশকারক" এর লিস্ট থাকবে। আলেম ৫ জন, মহিলা আলেম/শিক্ষিকা ৫ জন। স্বামী-স্ত্রী এই লিস্ট থেকে বাছাই করবে। চাচা-মামা বাদ। এতে পক্ষপাত কমবে।

সুপারিশ ২: চেয়ারম্যানের ট্রেনিং : চেয়ারম্যানকে ১৫ দিনের "মিডিয়েশন ট্রেনিং" দেয়া। কুরআন ৪:৩৫ এর তাফসির, স্বামী-স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব, কাউন্সেলিং টেকনিক শেখানো।

সুপারিশ ৩: মহিলা সালিশ বাধ্যতামূলক : স্ত্রীর পক্ষের সালিশ ১০% মহিলা হতে হবে। সে স্ত্রীর সাথে আলাদা রুমে কথা বলবে। "স্বামী যৌন নির্যাতন করে" - এই কথা মহিলা সালিশকে বলা সহজ।

সুপারিশ ৪: ভিডিও কনফারেন্স : প্রবাসী স্বামী/স্ত্রীর জন্য Zoom/WhatsApp Video Call এ সালিশ বসবে। ঢাকা আসা লাগবে না। খরচ ৯০% কমবে।

সারকথা :
১. ইসলাম: ঝগড়া হলে আগে ২ জন হাকাম নিয়োগ দাও। তারা মীমাংসার চেষ্টা করবে।
২. MFLO: চেয়ারম্যান + ২ প্রতিনিধি + ২ মেম্বার = ৫ জনের সালিশি কাউন্সিল। ৯০ দিন সময়।
৩. বাস্তবতা: সালিশ পক্ষপাতী ও অদক্ষ। তাই "ট্রেনিং + মহিলা সালিশ + ডিজিটাল সিস্টেম" দরকার। তাহলে কুরআন ৪:৩৫ এর আসল উদ্দেশ্য "সংসার বাঁচানো" পূরণ হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দাম্পত্য জীবন থেকে শিক্ষা

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অর্থ : "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ—যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (সূরা আল-আহযাব : ২১ নম্বর আয়াত)

আল্লাহ বলেন, তোমাদের জন্য রাসুলের জীবনেই রয়েছে উত্তম আদর্শ । স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, তালাক, মোহর, খুলা - সব সমস্যার সমাধান নবী ﷺ এর ঘরেই আছে। তিনি ১ জন স্ত্রী নিয়ে সংসার করেছেন, কিন্তু কোনো স্ত্রী কখনো তালাক চান নাই। কেন? এখান থেকে আমরা ১০টা শিক্ষা পাই:

শিক্ষা ১: মোহর কম ধার্য, নগদ পরিশোধ
নবী ﷺ এর স্ত্রী উম্মে হাবিবা রা. এর মোহর ছিল ৪০ দিরহাম = ১২ তোলা সোনা। সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. এর বিয়ের মোহর ছিল "একটা লোহার আংটি"।

আধুনিক শিক্ষা : মোহর মেয়ের "দাম" না, এটা "সম্মানী"। ৫০ লাখ মোহর লিখে "উসুল" লেখা সুন্নাহ বিরোধী। নবী ﷺ বলেছেন: "সবচেয়ে বরকতময় বিয়ে সেটা, যার খরচ সবচেয়ে কম" - বায়হাকী।
আজকের সমস্যা : উচ্চ মোহর + উসুল = খুলার সময় মেয়ে আটকে যায়।

শিক্ষা ২: স্ত্রীর কাজে সাহায্য করা
আয়েশা রা. কে সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলো "নবী ﷺ ঘরে কি করতেন?" আয়েশা রা. বললেন: "তিনি নিজের জামা নিজে সেলাই করতেন, জুতা নিজে মেরামত করতেন, ঘরের কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন" - বুখারী।

আধুনিক শিক্ষা : "পুরুষ মানুষ রান্না করবে কেন?" - এই মানসিকতা নবী ﷺ এর সুন্নাহ বিরোধী। স্ত্রী অফিস থেকে এসে ক্লান্ত, স্বামী ১০ মিনিট ভাত বেড়ে দিলে সংসারে বরকত বাড়ে।
আজকের সমস্যা : স্বামী "কর্তা", স্ত্রী "চাকরানি" - এই মানসিকতা তালাকের ১ নম্বর কারণ।

শিক্ষা ৩: রাগের সময় চুপ থাকা

একবার আয়েশা রা. এর সাথে নবী ﷺ এর মনোমালিন্য হয়। আয়েশা রা. বলেন: "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি যদি সত্য বলেন তাহলে বলেন, আর যদি মিথ্যা বলেন তাহলে আবু বকরকে ডাকি, সে সত্য বলবে"। নবী ﷺ রেগে গেলেন না। মুচকি হেসে বললেন: "আবু বকরকে ডাকো" - মুসলিম।

আধুনিক শিক্ষা : রাগের মাথায় "তালাক" শব্দ মুখে আনা হারাম। নবী ﷺ বলেছেন: "রাগ আসলে চুপ থাকো" - আবু দাউদ। ৯০ দিনের "Cooling Period" এর মূলনীতি এখান থেকেই।

আজকের সমস্যা : স্বামী WhatsApp এ "তালাক তালাক তালাক" লিখে ব্লক করে দেয়। ৩ সেকেন্ডের রাগে ৩০ বছরের সংসার শেষ।

শিক্ষা ৪: স্ত্রীর পরামর্শ নেয়া

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর সাহাবীরা কুরবানী করতে চাচ্ছিল না। নবী ﷺ টেনশনে পড়ে গেলেন। ঘরে এসে উম্মে সালামা রা. কে বললেন। উম্মে সালামা রা. বুদ্ধি দিলেন: "আপনি নিজে কুরবানী করে চামড়া ছাড়ান। সাহাবীরা দেখে অটো কুরবানী করবে"। নবী ﷺ তাই করলেন, কাজ হয়ে গেল - বুখারী।

আধুনিক শিক্ষা : স্ত্রী "বুদ্ধিহীনা" না। সে ঘরের CEO। বাসা ভাড়া, বাচ্চার স্কুল, ফ্যামিলি বাজেট - সব বিষয়ে স্ত্রীর মতামত নাও। নবী ﷺ ১ জন স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতেন।

আজকের সমস্যা : স্বামী একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়। স্ত্রী বলে "আমার দাম নাই"। রাগ জমতে জমতে ডিভোর্স।

শিক্ষা ৫: স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করা

সাফিয়া রা. খায়বার যুদ্ধের বন্দী ছিলেন। নবী ﷺ তাকে বিয়ে করেন। পথে একটা ঢিবি ছিল। নবী ﷺ নিজে হাঁটু পেতে বসলেন, সাফিয়া রা. কে বললেন "আমার হাঁটুর উপর পা দিয়ে উটে উঠো"। যেন সাফিয়ার পা মাটিতে না লাগে - বুখারী।

আধুনিক শিক্ষা : স্ত্রীকে সবার সামনে অপমান করো না। "তোর বাপের বাড়ি থেকে কিছু দেয় নাই" - এই কথা বলা নবী ﷺ এর আদর্শ না। স্ত্রীর দোষ গোপন রাখা সুন্নাহ।
আজকের সমস্যা : ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয় "আমার বউ খারাপ"। সালিশি কাউন্সিলে বউয়ের ১০টা দোষ বলে। এটা তালাককে ১০% নিশ্চিত করে।

শিক্ষা ৬: ইনসাফ ও সমতা
নবী ﷺ এর ৯ জন স্ত্রী ছিলেন। রাতে কার ঘরে থাকবেন - লটারি করতেন। অসুস্থ হলে আয়েশা রা. এর ঘরে থাকতেন, কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর বাকি স্ত্রীদের রাত "কাজা" করতেন। এক রাতও কম দেন নাই - আবু দাউদ।

আধুনিক শিক্ষা : ২য় বিয়ে করলে ১ম স্ত্রীর হক নষ্ট করা যাবে না। MFLO ধারা ৬ এর "অনুমতি + সমতা" এর মূল এটা।
আজকের সমস্যা : ২য় বিয়ে করে ১ম স্ত্রী-সন্তানকে রাস্তায় ফেলে দেয়। এটা জুলুম, সুন্নাহ না।

শিক্ষা ৭: স্ত্রীর আবেগকে মূল্য দেয়া
আয়েশা রা. ছোট ছিলেন। তিনি পুতুল দিয়ে খেলতেন। নবী ﷺ তার বান্ধবীদের ঘরে ঢুকতে দিতেন। একবার আয়েশা রা. অভিমান করে বললেন "আপনি খাদিজা রা. কেই ভালোবাসেন"। নবী ﷺ বললেন: "আল্লাহ আমাকে খাদিজার ভালোবাসা দান করেছেন" - বুখারী। মানে অভিমানকে গুরুত্ব দিলেন।

আধুনিক শিক্ষা : স্ত্রী "তুমি আমাকে ভালোবাসো না" বললে হেসে উড়িয়ে দিও না। জড়িয়ে ধরে বলো "ভালোবাসি"। ০ টাকার কথা, কিন্তু সংসার বাঁচায়।
আজকের সমস্যা : স্বামী বলে "আবেগ দেখাও কেন? ভাত-কাপড় দিচ্ছি না?"। আবেগহীন সংসার ৯০ দিনের আগেই মরে যায়।

শিক্ষা ৮: তালাককে শেষ অপশন মানা
নবী ﷺ এর স্ত্রী হাফসা রা. এর সাথে রাগ করে তিনি ১ মাস আলাদা থাকলেন। ওহী নাজিল হলো না। সাহাবীরা ভাবলো তালাক হয়ে গেছে। ১ মাস পর নবী ﷺ হাফসা রা. কে ফেরত নিলেন। তালাক দেন নাই - মুসলিম।

আধুনিক শিক্ষা : তালাক হাল, কিন্তু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত হাল কাজ। আগে ৯০ দিন ভাবো, সালিশ বসাও, আলাদা থাকো। তারপরও না হলে তালাক।
আজকের সমস্যা : ৩ দিন ঝগড়ার পর "তালাক দিলাম"। নবী ﷺ ১ মাস আলাদা থেকেও তালাক দেন নাই।

শিক্ষা ৯: স্ত্রীর ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা
নবী ﷺ প্রতি সপ্তাহে মহিলাদের জন্য আলাদা মজলিস করতেন। আয়েশা রা. থেকে ২ হাজার ২১০টা হাদিস বর্ণিত। কারণ নবী ﷺ তাকে পড়াতেন।

আধুনিক শিক্ষা : স্ত্রীকে কুরআন, হাদিস, মাসয়ালা শেখাও। সে দ্বীন বুঝলে স্বামীর হক বুঝবে, স্বামীও স্ত্রীর হক বুঝবে।
আজকের সমস্যা : স্বামী স্ত্রীকে মোবাইল দেয়, কিন্তু কুরআন অ্যাপ ডাউনলোড করে দেয় না। ফলে স্ত্রী "নারী অধিকার" গ্রুপে গিয়ে ভুল শিক্ষা পায়।

শিক্ষা ১০: মৃত্যুর পরও ভালোবাসা
খাদিজা রা. মারা যাওয়ার ১০ বছর পরও নবী ﷺ তার বান্ধবীদের হাদিয়া পাঠাতেন। আয়েশা রা. ঈর্ষা করে বলতেন "বুড়ি খাদিজা ছাড়া দুনিয়ায় মেয়ে ছিল না?"। নবী ﷺ বলতেন: "খাদিজার মতো কেউ ছিল না" - বুখারী।

আধুনিক শিক্ষা: ডিভোর্স হয়ে গেলেও সাবেক স্ত্রী-সন্তানের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না। সন্তানের খরচ দাও, ইজ্জত দাও। নবী ﷺ মৃত স্ত্রীর সাথেও ওয়াফা করেছেন।
আজকের সমস্যা: তালাকের পর স্বামী বলে "তোর বাচ্চা, তুই পাল"। ১ টাকাও দেয় না। এটা জুলুম।

সারকথা :

রাসুল ﷺ এর দাম্পত্য জীবন = "Islamic Family Law in Action"। উনার ঘরে আইন ছিল, ভালোবাসা ছিল, ইনসাফ ছিল, ধৈর্য ছিল। তাই ২৩ বছরে ১ বিয়েতে ০ তালাক।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ডিভোর্স রেট কমাতে নতুন আইন দরকার নাই। দরকার নবী ﷺ এর সুন্নাহ বাস্তবায়ন। মোহর কমাও, স্ত্রীর পরামর্শ নাও, রাগে তালাক বলো না, সালিশকে গুরুত্ব দাও। MFLO ১৯৬১ এর ধারা ৭ এর ৯০ দিন = নবী ﷺ এর ১ মাস আলাদা থাকার সুন্নাহর আধুনিক রূপ। আইন + সুন্নাহ = সুখী পরিবার।

সমসাময়িক স্কলারদের মতামত

MFLO ১৯৬১ বানোর সময় ১৯৫৬ এর "Commission on Marriage and Family Laws" এ বড় আলেমদের মতামত নেয়া হয়েছিল। ২০২৬ সালে এসে ২ জন স্কলারের মত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য:

- ড. ইউসুফ আল-কারযাভি রহ.
- ড. মুহাম্মদ তাকি উসমানি দা. বা.।

২ জন সমসাময়িক স্কলারের মতামত

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভি রহ. ১৯২৬-২০২

তিনি ছিলেন International Union of Muslim Scholars এর সভাপতি। তার বই "ফিকহুল উসরা" ও "আল-হাল ওয়াল হারাম" এ পারিবারিক আইন নিয়ে ৩টি মূলনীতি দিয়েছেন:

মত ১: তালাকের ৯০ দিন স্থগিতকরণ জায়েজ

কারযাভি বলেন: "শরিয়াহ তালাকের অধিকার স্বামীকে দিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র জনস্বার্থে 'প্রয়োগের পদ্ধতি' নির্ধারণ করতে পারে। MFLO এর ৯০ দিনের নিয়ম 'সিয়াসাহ

শারইয়াহ' এর অংশ। এটা তালাককে হারাম করে না, শুধু বিলম্ব করে যেন সংসার বাঁচে"।
তিনি ওমর রা. এর উদাহরণ দেন: ওমর রা. ৩ তালাককে ৩ তালাক ধরার আইন চালু করেছিলেন। সাহাবীরা মেনে নিয়েছিলেন। কারণ এতে তালাক কমেছিল।

মত ২: খুলাতে মোহরের বেশি নেয়া জুলুম
কারযাভি কঠোরভাবে বলেন: "স্ত্রী যদি মোহর ফেরত দিতে রাজি হয়, স্বামী তালাক দিতে বাধ্য। মোহরের চেয়ে ১ টাকা বেশি দাবি করা হারাম। বাংলাদেশে স্বামী ১০ লাখ মোহরের বদলে ৩০ লাখ দাবি করে - এটা শরিয়াহ বিরোধী। কোর্টের উচিত বেশি অংশ বাতিল করা"।

মত ৩: ২য় বিয়ের জন্য ১ম স্ত্রীর অনুমতি শর্ত না, তবে উত্তম
কারযাভি বলেন: "কুরআন ৪:৩ এ ৪ বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। MFLO ধারা ৬ এ 'অনুমতি বাধ্যতামূলক' করা শরিয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। তবে স্বামীর উচিত ১ম স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়া। অনুমতি না নিলে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু বিয়ে বাতিল করতে পারে না"।

সারকথা : কারযাভি ছিলেন "তাসহীল" বা সহজীকরণের আলেম। তিনি বলতেন: "ইসলাম কঠিন না। মুসলিম পরিবার বাঁচাতে রাষ্ট্রের আইনকে ফিকহের নমনীয়তা দিয়ে ব্যাখ্যা করো"।

২. ড. মুহাম্মদ তাকি উসমানি দা. বা.

তিনি পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরিয়াহ আপিল বেঞ্চের বিচারপতি ছিলেন। তার বই "ইসলামী ফিকহ ও আধুনিক সমস্যা" এবং "তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম" এ পারিবারিক আইন নিয়ে ৩টি পয়েন্ট:

মত ১: ৯০ দিনের নোটিশ ওয়াজিব
তাকি উসমানি বলেন: "পাকিস্তানের MFLO ১৯৬১ এর ধারা ৭ শরিয়াহ সম্মত। কারণ কুরআন ৪:৩৫ এ 'হাকাম নিয়োগ' এর আদেশ আছে। ৯০ দিন = হাকামদের মীমাংসার

সময়। স্বামী মুখে তালাক বললে ১ তালাক হয়ে যায় ঠিক, কিন্তু রাষ্ট্রীয় রেকর্ডে ৯০ দিন পর কার্যকর হবে। এতে স্ত্রীর ইদ্দত, ভরণপোষণ, মোহরের হিসাব সহজ হয়"।

মত ২: ডিজিটাল তালাক নিয়ে ফতোয়া
২০০৫ সালে তাকি উসমানিকে প্রশ্ন করা হয়: "SMS এ তালাক কার্যকর হবে কিনা?"। তিনি উত্তর দেন: "লিখিত তালাক কার্যকর, যদি 'নিয়ত' থাকে। কিন্তু SMS এ 'নিয়ত' প্রমাণ করা কঠিন। তাই রাষ্ট্রের উচিত 'অফিসিয়াল পোর্টাল' এর মাধ্যমে তালাকের নিয়ম করা। WhatsApp তালাককে নিরুৎসাহিত করা"।

মত ৩: Premarital Agreement জায়েজ
তাকি উসমানি বলেন: "কাবিননামায় শর্ত লেখা জায়েজ। যেমন: 'স্বামী ২য় বিয়ে করলে স্ত্রী তালাক নিবে + ১০ লাখ ক্ষতিপূরণ পাবে'। এটা 'শর্তযুক্ত তালাক'। হানাফি মতে জায়েজ। এটা নারীকে নিরাপত্তা দেয়"। বাংলাদেশে কাবিননামার ১৮ নং কলামে এই শর্ত লেখা যায়, কিন্তু ৯৫% মানুষ জানে না।

সারকথা : তাকি উসমানি ছিলেন "তাওয়াযুন" বা ভারসাম্যের আলেম। তিনি বলতেন: "শরিয়াহ কঠোরও না, ঢিলাও না। রাষ্ট্রের আইনকে শরিয়াহর কাঠামোর মধ্যে রেখে আধুনিক সমস্যার সমাধান করো"।

Premarital Counseling বা বিয়ের আগের কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব

১. কেন জরুরি?
পাশ্চাত্যে ৮০% দেশে বিয়ের আগে ৩-৬ মাস কাউন্সেলিং বাধ্যতামূলক। মুসলিম দেশ মরক্কো, মালয়েশিয়া, UAE তেও এটা চালু। কারণ:

কারণ ১: প্রত্যাশা বনাম বাস্তবতা
ছেলে ভাবে "বউ সারাদিন আমার সেবা করবে"। মেয়ে ভাবে "স্বামী সারাদিন আমাকে সময় দিবে"। কাউন্সেলিং এ ৩ ঘণ্টা বসে বোঝানো হয়: "বিয়ে মানে স্যাক্রিফাইস। ৫০% তুমি ছাড় দিবা, ৫০% সে দিবে"।

কারণ ২: অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা

কাউন্সেলর জিজ্ঞেস করে: "ছেলের ইনকাম কত? ঋণ আছে কিনা? মেয়ের জব আছে কিনা? মাসিক খরচ কে দিবে?"। বাংলাদেশে ৬০% ডিভোর্সের কারণ "টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া"। বিয়ের আগে হিসাব ক্লিয়ার থাকলে ঝগড়া ৭০% কমে।

কারণ ৩: ধর্মীয় হক-হুদ শিক্ষা

কাউন্সেলিং এ ২ জনকে শেখানো হয়:

স্বামীর হক: আনুগত্য, ইজ্জত রক্ষা, ঘর সামলানো।

স্ত্রীর হক: ভরণপোষণ, উত্তম ব্যবহার, আলাদা বাসা।

নবী ﷺ এর হাদিস: "তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম" - তিরমিযী।

কারণ ৪: মানসিক ও শারীরিক সামঞ্জস্য

ডাক্তার দিয়ে ব্লাড গ্রুপ, থ্যালাসেমিয়া টেস্ট করানো। সাইকোলজিস্ট দিয়ে "রাগ কন্ট্রোল, যোগাযোগের দক্ষতা" শেখানো। নবী ﷺ বলেছেন: "দ্বীনদার ও চরিত্রবান পাত্র পেলে বিয়ে দাও" - তিরমিযী। চরিত্র টেস্ট হয় কাউন্সেলিং এ।

কারণ ৫: তালাকের বিকল্প শেখান

কাউন্সেলর ২ জনকে বলে: "ঝগড়া হলে কি করবা? ৩ দিন কথা বন্ধ? নাকি বসে সমাধান?"। "রাগ উঠলে অজু করবা, ১০ বার আউজুবিল্লাহ পড়বা" - এই টেকনিক শেখায়। MFLO এর ৯০ দিনের আগে "প্রি ৯০ দিন" তৈরি হয়।

২. বাংলাদেশে বাস্তবায়নের ৪টি মডেল

মডেল ১: মসজিদ ভিত্তিক : জুমার পর ইমাম ১ ঘণ্টা "দাম্পত্য ফিকহ" এর ক্লাস নিবে। বিয়ের ১ মাস আগে ছেলে-মেয়েকে ৪টা ক্লাস করতে হবে। সার্টিফিকেট ছাড়া কাজী বিয়ে পড়াবে না। সৌদি আরবে এটা আছে।

মডেল ২: কাজী অফিস ভিত্তিক : কাজীর কাছে নিকাহ রেজিস্ট্রির ফর্ম জমা দেয়ার সময় ৩ ঘণ্টার ভিডিও দেখতে হবে। ভিডিওতে ড. তাকি উসমানি, শায়খ আহমাদুল্লাহ

বিয়ে-তালাকের মাসয়ালা বোঝাবেন। ভিডিও শেষে MCQ পরীক্ষা। পাস করলে রেজিস্ট্রি।

মডেল ৩: অনলাইন পোর্টাল : সরকার ওয়েবসাইট বানাবে। ছেলে-মেয়ে NID দিয়ে লগইন করে ১০টা মডিউল শেষ করবে। মোহর কি, ইদ্দত কি, খুলা কি - সব ভিডিও আকারে। শেষে সার্টিফিকেট ডাউনলোড।

মডেল ৪: ভার্সিটি-কলেজে কোর্স : SSC-HSC এর সিলেবাসে "ইসলামী পারিবারিক শিক্ষা" নামে ৫০ মার্কের বই। বিয়ের আগে সবাই পড়ে আসবে। যেমন ইরানে আছে।

৩. স্কলারদের সুপারিশ

- ড. কারযাভি বলেন: "ডিভোর্স কমাতে ২টা কাজ করো: ১. বিয়েকে সহজ করো ২. তালাককে কঠিন করো"।
- ড. তাকি উসমানি বলেন: "MFLO ১৯৬১ ভালো আইন। কিন্তু আইন + তরবিয়ত = ২টা লাগবে। শুধু আইন দিয়ে পরিবার বাঁচে না"।

"বাংলাদেশ সরকারের উচিত MFLO ১৯৬১ এর সাথে 'Premarital Counseling Act ২০২৬' যুক্ত করা। বিয়ের আগে ৩ দিনের বাধ্যতামূলক কাউন্সেলিং। খরচ ৫০ টাকা। এতে তালাকের মামলা ৪০% কমবে। কারণ ৪০% কাপল ঝগড়ার কারণই জানে না। জানলে ঝগড়াই করবে না"।

সারকথা :
১. কারযাভি: রাষ্ট্রের ৯০ দিনের আইন জায়েজ, খুলাতে মোহরের বেশি জুলুম।
২. তাকি উসমানি: ডিজিটাল তালাক নিরুৎসাহিত করো, কাবিনে শর্ত লেখা জায়েজ।
৩. ২ জনই একমত: বিয়ের আগে কাউন্সেলিং = তালাকের আগের প্রতিষেধক। MFLO এর ৯০ দিনের চেয়ে "প্রি-ম্যারিটাল ৩ দিন" বেশি কার্যকর।

১২: সুপারিশ ও নীতিমালা প্রস্তাব

MFLO ১৯৬১ এর সমস্যা শুধু আইনে না, বাস্তবায়নে। তাই ৩ পক্ষকে অর্থাৎ সরকার, আলেম সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব নিতে হবে।

সরকারের জন্য - Arbitration Council সংস্কার + ফ্যামিলি কোর্টে আলাদা বেঞ্চ

সমস্যা : বর্তমান Arbitration Council মানে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান + ২ জন মেম্বার। ৮০% চেয়ারম্যান আইন জানে না। ৯০ দিনে ৩টা মিটিং = শুধু হাজিরা খাতায় সই। মীমাংসা হয় না।

সংস্কার প্রস্তাব ৫টি:

১. "পারিবারিক সালিশ বোর্ড" নামকরণ ও সদস্য পরিবর্তন
"Arbitration Council" নাম বাদ দাও। নতুন নাম: "পারিবারিক সালিশ বোর্ড"।
সদস্য ৫ জন থেকে ৭ জন করো:
১. ইউনিয়ন চেয়ারম্যান - সভাপতি
২. সরকারি লইয়ার - ১ জন
৩. মহিলা মেম্বার - ১ জন, বাধ্যতামূলক
৪. মসজিদের ইমাম - ১ জন, সরকারি ট্রেনিংপ্রাপ্ত
৫. সাইকোলজিস্ট/কাউন্সেলর - ১ জন
৬. স্বামীর প্রতিনিধি - ১ জন
৭. স্ত্রীর প্রতিনিধি - ১ জন

লাভ : লইয়ার আইন বোঝাবে, ইমাম দ্বীন বোঝাবে, সাইকোলজিস্ট মন বোঝাবে। চেয়ারম্যান শুধু সভাপতি থাকবে।

২. ৯০ দিন → ১২০ দিন করা + "কুলিং পিরিয়ড" ২ ধাপে ভাগ
প্রথম ৬০ দিন: শুধু মীমাংসা। তালাকের কথা বলা নিষেধ।

পরের ৬০ দিন: যদি মীমাংসা না হয়, তাহলে খুলা/তালাকের শর্ত ঠিক করা।
লাভ : তাড়াহুড়া কমবে। নবী ﷺ ১ মাস আলাদা ছিলেন। ১২০ দিন = ৪ মাস, কুরআনের ইদ্দতের সাথে মিলে।

৩. ডিজিটাল Arbitration Council
প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে ১টা ল্যাপটপ + ওয়েবক্যাম। প্রবাসী স্বামী বিদেশ থেকে Zoom এ মিটিং করবে। নোটিশ SMS + ইমেইলে যাবে।
লাভ : খরচ ৮০% কমবে। সময় ৫০% কমবে।

৪. ফ্যামিলি কোর্টে "তালাক বেঞ্চ" আলাদা করা
বর্তমানে ফ্যামিলি কোর্টে যৌতুক, ভরণপোষণ, হেফাজত, তালাক - সব এক জজ দেখে। বছরে ৫ হাজার কেস। জজের মাথা নষ্ট।

প্রস্তাব : প্রত্যেক জেলায় ১টা "তালাক ও মীমাংসা বেঞ্চ"। শুধু তালাকের কেস দেখবে। জজকে ৩ মাসের "ইসলামী পারিবারিক আইন + কাউন্সেলিং" ট্রেনিং দেয়া। জজের সামনে ১ জন আলেম + ১ জন মহিলা অফিসার থাকবে।
লাভ : কেস নিষ্পত্তি ৩ বছর থেকে ৬ মাসে নামবে। জজ রায় দেয়ার আগে ১ বার সালিশে পাঠাবে।

৫. "তালাক ট্যাক্স" চালু করা
যে স্বামী ৯০ দিনের আগে, সালিশ ছাড়া, SMS এ তালাক দিবে - তার কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা। টাকা যাবে "তালাকপ্রাপ্ত নারী পুনর্বাসন ফান্ডে"।
লাভ: মানুষ তালাক বলার আগে ১০ বার ভাববে।

আলেম সমাজের জন্য: খুতবায় "তালাকের আদব" শেখানো

সমস্যা: বাংলাদেশের ৯৫% মসজিদের খুতবায় ৩টা টপিক: নামাজ, রোজা, হজ। "তালাকের আদব, স্ত্রীর হক, মোহরের হুকুম" - ১ বছরেও ১টা খুতবা হয় না। ফলে মানুষ মনে করে তালাক = মুখের কথা।

করণীয় ৪টি :

১. জাতীয় খুতবা মডিউল
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতি মাসে ১টা "খুতবা স্ক্রিপ্ট" বানাবে। টপিক: "তালাকের ৩ শর্ত", "স্ত্রীকে মারধর করা হারাম", "মোহর ফাঁকি দেয়া জাহান্নামের কারণ"। সব ইমামকে এই স্ক্রিপ্ট পড়তে হবে। জুমার ১৫ মিনিট বরাদ্দ।

২. "দাম্পত্য ফিকহ" কোর্স ইমামদের জন্য
প্রত্যেক থানায় ৩ মাস পর ১ দিন ইমামদের ট্রেনিং। পড়াবে: ড. তাকি উসমানির ছাত্ররা। বিষয়: খুলা কিভাবে করায়, সালিশ কিভাবে বসায়, স্বামী রাগ করলে কি নসিহত করবে। ট্রেনিং শেষে "সরকারি সালিশ ইমাম" সার্টিফিকেট।

৩. বিয়ের খুতবায় "হক-হুদ চুক্তি" পড়ানো
বর্তমানে কাজী শুধু কবুল পড়ায়। ইমাম ২ মিনিট খুতবা দেয়।
প্রস্তাব: বিয়ের সময় ইমাম ৫ মিনিট দাঁড়িয়ে বলবে: "স্বামী, তুমি স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। স্ত্রী, তুমি স্বামীর আনুগত্য করতে বাধ্য। তালাক বলার আগে ৯০ দিন ভাববা। রাগের তালাক জাহান্নামে নিয়ে যাবে"। ২০০ জন মানুষ শুনবে। সচেতনতা ২০০% বাড়বে।

৪. তালাকপ্রাপ্তদের জন্য "মসজিদ কাউন্সেলিং সেল"
প্রত্যেক বড় মসজিদে শুক্রবার আসর পর ১ ঘণ্টা। তালাকপ্রাপ্ত নারী-পুরুষ আসবে। আলেম + মহিলা আলেমা তাদের বোঝাবে: "ইদ্দত কিভাবে পালন করবা, সন্তান কিভাবে পালবা, ডিপ্রেশন কাটাবা কিভাবে"। এটা সাদকায়ে জারিয়া।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য: বিয়ের আগে ৩ মাসের কোর্স

সমস্যা : ভার্সিটিতে ছেলে-মেয়ে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি পড়ে। কিন্তু "স্বামীর হক কি, স্ত্রীর হক কি, বাচ্চা কিভাবে পালবে" - কিছুই জানে না। বিয়ের ৬ মাস পর ডিভোর্স ফাইল করে।

কোর্সের নাম: "দাম্পত্য জীবন ও ইসলামী আইন" - ৩ মাস, ৩৬ ক্লাস

কারা করবে : HSC পাস করার পর, বিয়ের আগে। ছেলে-মেয়ে আলাদা ব্যাচ। ১৮ বছর+ বাধ্যতামূলক।

সিলেবাস ১০টি মডিউল :

মডিউল ১-২ : বিয়ের উদ্দেশ্য, নবী ﷺ এর দাম্পত্য জীবন, MFLO ১৯৬১ এর মূল ধারা ৭-১০।

মডিউল ৩-৪ : মোহর কি, কত ধার্য করবা, উসুল লেখা কেন হারাম। খুলা, তালাক, ইদ্দতের মাসয়ালা।

মডিউল ৫-৬ : বাজেট ও অর্থনীতি। মাসে ইনকাম ৩০ হাজার হলে খরচ কিভাবে করবা। ঋণ নিয়ে বিয়ে করা হারাম।

মডিউল ৭-৮ : রাগ কন্ট্রোল, যোগাযোগের দক্ষতা। স্ত্রীকে কিভাবে বোঝাবা, স্বামীর কথা কিভাবে শুনবা। সাইকোলজিস্ট ক্লাস নিবে।

মডিউল ৯: সন্তান প্রতিপালন। বাচ্চা হলে মা ২ বছর দুধ খাওয়াবে -

কুরআনের ২ জায়গায় এই নিয়ে আল্লাহ বলেন-

"আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়।"— (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৩৩)

"আর তার (সন্তানের) দুধ ছাড়ানো হয় দু বছরে।"— (সূরা লুকমান, আয়াত ১৪)

মডিউল ১০: ডিভোর্স হলে করণীয়। ইদ্দত, ভরণপোষণ, হেফাজত। তালাকের পরও শত্রুতা না করা।

বাস্তবায়ন ৩টি উপায়:

উপায় ১: সরকারি-বেসরকারি কলেজে "লিবারেল আর্টস" সাবজেক্টের মতো এটা বাধ্যতামূলক। পরীক্ষা দিয়ে পাস করলে "দাম্পত্য সার্টিফিকেট"। কাজী এই সার্টিফিকেট ছাড়া বিয়ে রেজিস্ট্রি করবে না।

উপায় ২: অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। "bdnikah.edu."। ৩ মাসে ৩০টা ভিডিও। প্রতি ভিডিও ২০ মিনিট। শেষে কুইজ। ফি ১০ টাকা। সার্টিফিকেট PDF।

উপায় ৩: মসজিদ + এনজিও মিলে। BRAC, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন ৩ দিনের ওয়ার্কশপ করাবে। গ্রামের মেয়েরা ফ্রিতে শিখবে।

লাভ ৩টি:

১. তালাক ৪০% কমবে। কারণ মানুষ বিয়ের আগেই জানবে সংসার কেমন।

২. মোহর নিয়ে ঝগড়া ৭০% কমবে। কারণ ছেলে-মেয়ে বিয়ের আগেই মোহর ঠিক করে আসবে।

৩. সন্তান নিরাপদ থাকবে। কারণ বাবা-মা ২ জনই জানবে বাচ্চা কার কাছে থাকবে, খরচ কে দিবে।